মুস্কিল আসান

শ্রীরাজেশ্বর ভট্টাচার্য্য

সাধনা প্রকাশ ভবন
৩৩, হিদারাম ব্যানার্জ্জী লেন
কোলকাতা-১২

প্রকাশক ঃ সুধীন নিয়োগী,
সাহানা প্রকাশ ভবন,
৩৩, হিদারাম ব্যানার্জী লেন,
কোলকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ
মহালয়া ঃ ১৩৬১
দাম ঃ দেড় টাকা মাত্র

মুদ্রক ঃ শ্রীরামচন্দ্র দে
ইউনিয়ন প্রেস,
৪-এ, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কোলকাতা—১২

বাঙলা ভাষার ব্যাকরণের আদি স্রষ্টা

ভাষাবোধ ব্যাকরণ-কার

পরম আরাধ্য পিতৃদেব স্বর্গীয়

পণ্ডিত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের

পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

শ্রদ্ধাঞ্জলি ।

প্রণতঃ

শ্রীরাজেশ্বর ভট্টাচার্য্য ।

ভূমিকা

"A nation is known by its stage."

নাটক ও নাট্যাভিনয় জাতির সংস্কৃতির পরিচায়ক এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা সিনেমার সঙ্গে প্রতিযোগীতায় রঙ্গমঞ্চ দিনদিন জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে। নাট্যকারেরা ভাল নাটকের পরিবর্তে লিখছেন—সিনারিও। নাট্য প্রযোজক প্রযোজনা করছেন সিনেমার। তাই গত কয়েক বছর ধরে ভাল নাটকের আবির্ভাব দেখা যাচ্ছেনা। সৌখীন দলের অভিনয় উপযোগী ছোট একাংকিকারও যথেষ্ট অভাব দেখা যায়। আর কৌতুকাত্মক নাটিকার তো কথাই নেই—আঙ্গুলে গোনা কয়েকটা।

'মুস্কিল আসান' সাধারণ গতানুগতি বর্জিত তিনটি একাংকিকার সংকলন। বিচিত্রানুষ্ঠানে একটা গোটা 'নাটক' অভিনয় করার সময় থাকেনা। তাই বিচিত্রানুষ্ঠান থেকে প্রায়ই নাটক পাঠ বাদ পড়ে। 'মুস্কিল আসানে'র তিনটি নাটিকাই বিচিত্রানুষ্ঠানের বিশেষ উপযোগী। এর কোনটিরই অভিনয়ে এক ঘণ্টার বেশী সময় লাগবে না অথচ এই অল্প সময়ের মধ্যে এরা লোকচিত্ত জয় করতে পারবে আশা করা যায়।

নাটিকাগুলির আখ্যানভাগ ফরাসী সাহিত্য হইতে গৃহীত হইয়াছে।

মহালয়া
১৩৬১

শ্রীরাজেশ্বর ভট্টাচার্য্য

মুস্কিল আসান

এই সংকলনে আছে—

মুস্কিল আসান

চরিত্র

ডাক্তার সুধীন চ্যাটার্জি	—চিকিৎসক
তপন	— ঐ বন্ধু।
হারাধন	— ঐ ভৃত্য।
ফকৃরে	— ঐ বালক ভৃত্য।
কেবলরাম	রোগীগণ
গদাধর	রোগীগণ
বিলাস	রোগীগণ
কেশব পোদ্দার	রোগীগণ

প্রতিবাসি গণ।

মুস্কিল-আসান

—:•:—

দৃশ্য ঃ—ডাক্তার সুধীন চ্যাটার্জ্জীর কনসল্‌টেসন্‌ রুম।

রোগী দেখিবার সরঞ্জাম ও পুস্তকাদি সমেত উপযুক্ত আসবাব পত্রে সজ্জিত। বামে নানা আকার ও সাইজের শিশি ও বোতল একটি র‍্যাকের উপর সাজান রহিয়াছে। সামনে ডাক্তারের লিখিবার টেবিল। দুই পার্শ্বে রোগীদের বসিবার কয়েক খানি চেয়ার সাজান।

সুধীন বাবু সুপুরুষ, তরুণ যুবা। সুচিকিৎসক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি যথেষ্ঠ। সকালে বেলা ১১টা পর্য্যন্ত তাঁর কনসালটিং রুম রোগীতে ভর্ত্তি থাকে। কিন্তু ভাবুক ও কবি প্রকৃতির লোক বলিয়া এক নাগাড়ে বেশী দিন রোগী লইয়া নাড়াচাড়া করিতে তিনি পারেন না। মাঝে মাঝে গোলমাল ও সহরের ধূলা বালি ছাড়িয়া নিজের নির্জ্জন বাগানটিতে চলিয়া যান এবং সমস্ত দিন সেখানে কাটাইয়া আসেন। মাছ ধরিবার সখও তাঁর খুব বেশী। বাগানের পুকুরে প্রচুর মাছ ফেলা হইয়াছে এবং বন্ধু বান্ধব লইয়া সেই উপলক্ষেও মাঝে মাঝে বাগানে যান। বর্ষা শেষ হইয়া শরৎ আসিয়াছে। আকাশ মেঘমুক্ত। প্রভাতের নুতন সূর্য্য মেঘ-হীন আকাশ হইতে সোনালি রৌদ্রে চারিদিক যেন মাতাইয়া দিতেছে। সুধীন বাবু সংবাদ পত্রে চোখ বুলাইতে বুলাইতে চায়ের কাপে চুমুক দিতেছেন। ছোকরা চাকর ফকরে আসবাব পত্র মুছিতেছে।

সুধীন। কি রে ফকরে! দেশে জল কেমন হল? খবর পেলি? আমার তো হাত পা সব পচে গেল। দিন রাত ঘরের কোনে বসে থেকে জলের ঝর্‌ ঝর্‌ শব্দ শোন, আর নয়ত বাইরে বেরিয়ে জামা কাপড়

ভিজিয়ে ব্যাঙেব মতন থপ্ থপ্ কোবে লাফাও। প্রাণ ঝালা পালা হয়ে গেল।

ফকবে। খুব জল দেশে হয়েছে বাবু। আমাদের পথ ঘাট মাঠ সব ডুবে যায়, আর ওই যে ব্যাঙ বল্লেন না—সব দলে দলে ঘবে দোরে কিল বিল কবে বেড়ায়। তেমনি সাপ! বাত্রিবে বিছানাব ভেতর ঢুকে মানুষকে কেটে দেয় বাবু।

সুধীন। যঁ্যা! বলিস কিবে! সেখানে লোক থাকে কী কোবে? ঘরের ভেতরে সাপ—ওবে বাবা!

ফকবে। আমাদেব অভ্যেস গেয়ে গেছে বাবু। নাদনা ঝেড়ে সাপের পোকে তুলো ধুনে ছেড়ে দিই না! আমাদেব সঙ্গে চালাকি?

সুধীন। বাঃ! তোবা তো খুব মন্দ! সাপেব শব্দে লড়াই করিস! যা—আব এক কাপ চাপ্ নিয়ে যায—নইলে গা ম্যাজ ম্যাজানি যাচ্ছে না।

(ফকরের প্রস্থান)

ছোঁড়া বলে কী? সাপকে নাদনা ঝাড়ে! (জানালাব ধাবে যাইয়া) বাঃ! এক ফোঁটা মেঘ নেই আব আকাশে। সোনালি বোদে সব যেন হাসছে। এই হল শরৎ! কবিদেব সেই চিব দিনের প্রিয় শরৎ! বর্ষাব পব শবৎ!

সুধীন বাবুর বন্ধু তপেন লাফাইতে লাফাইতে প্রবেশ করিল। এটি ও অতি সুদর্শন তরুণ যুবক। সুধীনের বাগানে মৎস্য শীকারের প্রধান সঙ্গী। ভাবুকতার চেয়ে ভোজনে বেশী পারদর্শী। অস্থির চঞ্চল স্বভাব।

তপেন। সুধীন দা! এমন বোদ উঠেছে। ছিঁটে ফোঁটা মেঘ নেই আকাশে। আর তুমি এখন ও ঘবে বসে? চল। বাগানে বেরিয়ে পড়ি।

সুধীন। আরে এসো। বাইরের তপন মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে রোদে ধোয়া সবুজ পাতা গুলিতে জরির পাড় বসিয়ে সবুজ বেনারসী শাড়ীর ছড়াছড়ি কচ্ছেন। এখন ভিতরে তপন এসে আমার বর্ষায় সেঁত সেঁতে মনটাকে একটু তাপ দিয়ে তাজা করুন। বড় dull হয়ে পড়েছি ভাই। বস—আগে এক কাপ চা হোক। ফকৃরে—দু'কাপ চা নিয়ে আয়।

তপন। চা খেয়েই বেরিয়ে পড়তে হবে কিন্তু।

সুধীন। আমাদের কী আর হট্ করে বেরিয়ে পড়বার জো আছে ভাই। রুগী গুলোর বন্দোবস্ত না কোরে কী কোরে যাব বল? কাল বল্লে যা হয় একটা ব্যবস্থা করতুম।

তপন। আরে রেখে দাও তোমার রুগী! ডাক্তার ঘোষ আছেন কী কর্ত্তে? তোমার ওই হারাধন কে বসিয়ে যাও—রুগী এলে ডাক্তার ঘোষের কাছে যেন নিয়ে যায়।

সুধীন। কথাটা মন্দ বলনি। আহা! মাঠে ঘাটে সবুজ ঘাসের কার্পেট—গাছ পাতার ময়লা ধুয়ে গিয়ে চার দিকে সবুজের ছড়াছড়ি—

তপন। তোমার পুকুরে মৎস্য কুলের বঁড়সীর টোপ গেলবার জন্যে হুড়াহুড়ি—

সুধীন। ধানের ক্ষেতে কচি গাছের হাওয়ায় ঢেউ খেলে গড়াগড়ি—

তপন। রুই কাতলার ফাতনা ডুবিয়ে সুতো ছেঁড়ার কাড়াকাড়ি—

সুধীন। আঃ—খালি রুই আর কাতলা - রুই আর কাতলা—খালি পেটের চিন্তা।

(ফকরের চা ও সেঙ্গাড়া কচুরি লইয়া প্রবেশ)

তপন। এই নাও—চিন্তা মাত্রেই চিন্তা হরণের প্রবেশ। সাবাস বেটা—নিয়ে আয় এদিকে।

(ফকরের প্রস্থান। তপন গোটা চারেক সেঙাড়া মুখে পুরিয়া চিবাইতে লাগিল।)

সুধীন। ওরে আস্তে। আস্তে। শেষে গলায় বেধে দম আটকে যাবে। তখন tracheotomy করতে হবে।

(এক কাপ চা ও একটি সেঙাড়া লইয়া খাইতে খাইতে—)

না—তোমায় দেখে মনটা বেঁকে বসল দেখছি। আর নাড়ী টিপতে আজ প্রাণ চাইছে না। চল—বাগানেই যাওয়া যাক। হারাধন—হারাধন!

(হারাধনের প্রবেশ)

দেখ, আজ আমি আর রুগী দেখবোনা—বাগানে চল্লুম। কেউ এলে ফিরিয়ে দিও। আর তেমন যদি জরুরী কিছু থাকে তো ডাক্তার ঘোষের কাছে পাঠিয়ে দিও। যাবার পথে তাঁকে বলে যাবো'খন।

(সুধীন বাবু ও তপনের প্রস্থান)

হারধন। নাও! চল্লেন নবাব পুত্তুর ফূর্ত্তি করতে, আর ভাঙ্গা ঢোল পড়ে রইলুম আমি—ম্যাও সামলাতে। (উচ্চৈস্বরে) ফকুরে—এই কুঁড়ের বাদশা, নবাব পুত্তুর। এদিকে আয় না।

(ফকরের প্রবেশ)

ফকুরে। সক্কাল বেলাতেই মেজাজ তিরিক্ষি কেন হারাধন দা? হল কি? চেঁচাচ্ছ কেন?

হারাধন। কী হল? দেখতে পেলি না বাঁদর! মনিবের সখ হল, বাগানে ফূর্ত্তি করতে চল্লেন। রইলো কাজ কর্ম্ম—রুগী দেখা। আর আর আমার ওপর হুকুম হল ম্যাও ধরতে। এতে মেজাজ ঠিক থাকে? ওনাদের ফর্ত্তি করতে বাধেনা, আর আমি ভেসে এসেছি?

ফকুরে। সে কী হাবাদা। তুমি হলে বাবুর বিশ্বাসী—সবেধন নীলমণি—বাবু তোমার মুঠোর ভেতর। তুমি তো যখন যা প্রাণ চায় তাই করছ! তোমার ফূর্ত্তির ভাবনা কী?

হারাধন। থাম্, ফাজলামি করিস নি। আমি এখন রেগেছি। বেরুল নিজে ফুর্ত্তি করতে আর আমায় একবার বল্‌তে পারলে না—'বাবা হারাধন! দিনরাত ঘরের কোণে বসে বস্তা পচা হচ্ছ, নাও এই একটা টাকা—একটু আমোদ আহ্লাদ করে এস।' সেদিকে চোখ কর্ কর্ করবে। নচ্ছার কী আর গাছে ফলে? নাড়ী টিপে জ্যান্ত মানুষ ফেঁড়ে যাদের দিন কাটে তাদের আবার চোখের পরদা? হুঁ!!

ফকুরে। না হারাধন দা, বাবুর ঘাড়ে ঝক্কি বড় বেশী। কত লোকের জীবন মরণ ওনার হাতে। মগজ সাফ রাখতে ওনাদের মাঝে মাঝে না বেরুলে কি হয়?

হারাধন। আরে মোল, গলা টিপলে দুধ বেরোয়, উনি আবার ধর্ম্মের বুলি আওড়াতে লাগলেন। মনিবের সাফাই গাইছেন। কী আমার ঝক্কিরে! এমন মজার পেশা আর দেখেছিস কখন ও? রুগী পটোল তুল্ল ত' অদেষ্ট—আর সেরে উঠ্‌লো ত ডাক্তারের কেরামতী। যে সারবার, সে আপনিই সারে, বুঝলি? ও দাওয়াই টাওয়াই সব ধাপ্পাবাজি। নাড়ী টেপ, বুক পিঠ বাজাও, কাগজে হিজি বিজি আঁক কাট, আর পকেট ভর্ত্তি কর। মাঝে মাঝে ফাউএর মতন গালা গালি চালাও। ব্যস্—এই ত ওদের কাজ!

ফকরে। এই রে, দাদার মেজাজে গরমাই চেপেছে। নাও—ধরাও দেখি একটা বিড়ি! মাথা ঠাণ্ডা হবে'খন।

হারাধন। হ্যাঁ, বলিছিস মন্দ নয়। তা বিড়ি কেনরে? দেনা বাবুর আলমারি থেকে একটা বাড়্‌সাই বার করে। চাবি তো তোর কাছে। দে একটা টিন থেকে বার কোরে।

ফকুরে। আচ্ছা হারাদা! তোমার মেজাজ সাফ করবার জন্যে আজকের মতো দিচ্ছি একটা। কিন্তু দেখো—বাবু যেন টের পায় না কিন্তু। তাহলে হাতে আমার মাথা কাটবে।

(ফকরে আলমারি হইতে সিগারেটের টিন বাহির করিল। হারাধন গোটা দুই কুর্ত্তার পকেটে পুরিল আর একটা ধরাইয়া টানিতে লাগিল)

ফক্‌রে। আরে কর কী ? বাবু টের পাবে যে ?

হারাধন। নে, থাম্‌। টের পাবে ? ওর কিছু খেয়াল থাকে ? যখন তখন টাকাটা সিকেটা সরাই, কোন দিন কিছু বলেছে ? (একটা লম্বা টান দিয়া) মগজ সাফ হয়েছে রে ! এ জিনিষ টানলে আর হবে না ? একটা মতলব মাথায় ঢুকেছে।

ফকরে। কী মতলব ?

হারাধন। শোন্‌। বাবু চল্লো সারা দিনের মত। একটা কাজ করলে হয় না ?

ফকরে। কী কাজ ?

হারাধন। আজকের মত ডাক্তার বনে গেলে হয় না ?

ফকরে। সেকী হারাধন দা। তুমি ডাক্তার বনবে কিগো ?

হারাধন। কেন বনবো না ? বাবু বলে গেল রুগী এলে ফিরিয়ে দিতে। তা করতে গেলুম কেন ?

ফকরে। তবে ?

হারাধন। আরে আমি আছি কী শুধু ঘোড়ার ঘাস কাটতে ! আবার বলে গেল শক্ত কিছু এলে ওই চামার ঘোষটার কাছে পাঠিয়ে দিতে। তাই বা দিতে যাই কেন ? সে কী আমার সাত পুরুষের কুটুম ? কখনও হাত তুলে একটা পয়সা পান খেতে দেছে ?

ফকরে। তবে করতে চাও কী ? তোমার মতলব বুঝছি না তো ?

হারাধন। বুঝবি না রে, বুঝবি না। নইলে আর মুখ্যু হবি কেন ? শোন্‌। আমি ডাক্তার বনে গিয়ে আজকের রুগীগুলো হাতাই, কী বলিস ?

ফক্‌রে। রুগী হাতাবে কি গো ?

হারাধন। আরে বুঝলি না ছোঁড়া ? নিজে ডাক্তার সেজে রুগী গুলোর চিকিচ্ছে করি—বুঝলি ?

ফক্‌রে। তুমি রুগীব চিকিচ্ছে করবে কি গো ?

হারাধন। কেন ? কী এমন শক্ত কাজ ? মুখ খিঁচোন, নাড়ী টেপা, আব পকেট ভর্ত্তি করা। কেমন—এই তো ? ও আমি খু—উ—ব পারবো। সামনে পূজো—বাবু বকশিস যা দেবে তাতো বুঝতেই পাচ্ছি। আজকের রোজগারটা হাতাই না ? কী বলিস ?

ফক্‌রে। ও বাবা। তোমার পেটে পেটে এতো! কিন্তু সে কী কবে হবে হাবাধন দা ? নাড়ীই না হয় টিপলে, কিন্তু কাগজে হিজিবিজি আঁক কাটবে কি কোবে ? তুমি তো আব ন্যাকা-পড়া জাননা গো ! ধবা পড়ে যাবে যে।

হাবা। তাইতো ! ভাবিয়ে দিলি যে !

(মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ঘন ঘন সিগারেটে টান দিতে লাগিল)

তাইতো !—হয়েছে—বে—হয়েছে। একী তোব মতন গোবরভরা হেজিপেজি মাথা পেলি ? শোন্‌—ওসব কাগজ টাগজেব ফ্যাচাং রাখছি না। একেবারে সোজা দাওয়াই দিয়ে দেব।

(শিশি বোতলের র‍্যাকটা দেখাইযা)

দেখছিস তো—ওই সব সারি সারি সাজান ?

ফক্‌রে। ওই সব দাওয়াই রুগীদের খাওয়াবে তুমি ? বাপরে—মানুষ খুন করবে দেখছি। আমি ওর মধ্যে নেই।

(পলায়নোদ্যত)

হারাধন। (জোর করিয়া ফকরেকে ধরিয়া) আরে থাম্‌ ছোঁড়া ! ভয়েই মল। ও দাওয়াইগুলো বাইরে রয়েছে দেখছিস না ? ওদের

ভেতরে বিষ টিষ নেই। ওরি ভেতর থেকে গোটাকতক বোতল বেছে নিই, বুঝলি। তাদের ভেতর থেকে গুঁড়ো বার করে সব একসঙ্গে মিশিয়ে নিই। একটা সার্বজনীন দাওয়াই হয়ে যাবে। ডাক্তার সুধীন চাটুজ্জের আদি ও অকৃত্রিম সকল রোগের ধ্বন্বন্তরী—"মুস্কিল আসান।" মাথা ব্যথা, আধ কপালে, পায়ের হাজা, পেট কামড়ান, হাত-পা খেঁচা, পেঁচোয় পাওয়া, হাড় ভাঙ্গা, ফোঁড়া, পেঁচড়া, হাঁফানি, উদুরী—কত আর বলবো রে। সব ব্যায়রামের ওই এক দাওয়াই। যিনিই আস্থন বাবা—নাড়ী টেপ, দাঁত খিচোঁও, একটি পুরিয়া দাও, আর ছুটি করে টাকা পকেটে ফেল—ব্যস। আগুনে জল পড়বে। জন পিছু দু টাকা। এবার বুঝলি? কেমন? রাজি তো? তোব সিকি বখরা রইলো।

ফকৃরে। সিকি বখরা? য়্যাঁ? দেবে তো? না বাবা—কাজ নেই। বড্ড ভয় কচ্ছে আমার হারাধন দা।

হারাধন। বড় ফেঁসাদ বাড়াচ্ছিস তুই ফকরে। বললুম না ও বোতলগুলোর ভেতর বিষ নেই! আর বিষ টিষ খেয়ে সত্যিই যদি কেউ পটোল তোলে, তাহলে আমার উপরই তো সব হুজ্জুৎ আসবে! ঝুলতে হয় ফাঁসী কাঠে আমিই ঝুলবো। তোর ভয়টা কি?

ফকৃরে। আচ্ছা তা যেন হল। কিন্তু রুগীরা তোমায় চিনে ফেলবে তো?

হারাধন। নাঃ, তুই বড় বোকা! পুরোন চেনা রুগী দেখবো কেন রে? নতুন যারা দুর থেকে আসবে তাদেরই খালি দেখবো। নইলে তোকে সিকি বখরা দিচ্ছি কেন? তুই থাকবি বাইরের ঘরে। চেনা লোক দেখলেই ভাগিয়ে দিবি—বলবি ডাক্তার বাবু বাড়ী নেই। অচেনা নতুন লোক হলে তবে ভেতরে আমার কাছে পাঠাবি। এক এক জন কোরে যেন ঘরে ঢোকে। ঢোকবার আগে

দরজায় তিনটে টোকা দিবি। বুঝলি? আমি ভেতরে যেতে বল্লে তবে ঘরে পাঠিয়ে দিবি। খবরদার, একসঙ্গে একজনের বেশী যেন ভেতরে আসতে দিসনি। বুঝলি এবার? মাথায় ঢুকলো? এবার রুগী বেটাদের আসবার সময় হল। আয়, চটপট মুস্কিল আসান তয়ের করে ফেলি।

ফকুরে। মুস্কিল আসান তো সঙ্। সন্ধ্যেবেলায় চেরাগ হাতে করে গেরস্থর বাড়ীতে আসে। তুমি মুস্কিল আসান হবে কি গো?

হারাধন। নাঃ! তোকে এতক্ষণ কী বোঝালুম রে চাষার বেটা চাষা! বল্লুম না যে আমার সার্বজনীন দাওয়াই-এর নাম মুস্কিল আসান। ওই তাকটার ওপর থেকে গোটাকতক বোতল নামিয়ে নিয়ে আয় দেখি। (ফকুরের তথা করণ)। থাম, আর চাইনা। এতেই হবে। আমার হাতের সাফাইটা এবার দেখ। (একটা পেট মোটা বোতল হাতে লইয়া) এস তো পেটমোটা বাপধন—দেখি কী ধন আছে তোমার ভুঁড়ির গহ্বরে। (ছিপি খুলিয়া শুঁকিল)। বাহারে! তোফা খুসবো—দেখ ফকরে—শুঁকে দেখ একবার। (ফকুরের নাকের কাছে ধরিয়া) দেখলি খুসবো? রুগীদের প্রাণ একেবারে তর্ হয়ে যাবে কিনা বল্? নে—এইখানে একটা বড় দেখে কাগজ বিছিয়ে দে। (ফকুরের তথাকরণ) বেশ! ঢেলে ফেলি খানিকটা। আমার হাত আর চোখ দুইই বড় সাফ রে—ওজন করবার দরকার হয় না। আমি কী মেছুনি যে দাঁড়িপাল্লা ধরবো? (কতকটা গুঁড়া কাগজে ঢালিয়া) ব্যস! এতেই হবে। নে—এটাকে সরিয়ে রাখ—একপাশে।

(ফকরে বোতলটাকে সরাইয়া রাখিল। হারাধন আর একটা সরু ও লম্বা কাল বোতল লইল)

হারাধন। তোমার পালা এবার, মেনী মুখী পেট কাটি। (ছিপি খুলিয়া শুঁকিয়া) উঁহু! এযে কিছুই বলে না রে, কোন বাস নেই

এটার। দাঁড়া—চেখে দেখি। (হাতে অল্প ঢালিয়া জিবে ঠেকাইল) বাহারে! এযে ডুবে ডুবে জল খায়। দেখ—একটু চেখে দেখ ফকরে।

(নিজের হাতটা ফকরের দিকে এগাইয়া দিল। ফকরে হাত সরাইয়া দিয়া পিছাইয়া গেল। হারাধন নিজের হাত চাটিতে লাগিল)।

দূর গাড়োল! তোর বরাতে নেই। এ কোথায় লাগে মিছরীর সরবৎ রে! গন্ধর বেলা লবডঙ্কা, জিবে লাগল কিন্তু রসমালাইয়ের তার। এসো বাবা তুমি বেশী করে। (কাগজে আরও বেশী পরিমাণ ঢালিয়া) নে—এবার সরিয়ে রাখ এটাকে। থাম—থাম (নিজের হাতে আরও একটু ঢালিয়া লইয়া চাটিতে চাটিতে) নে, আগেরটার পাশে রেখে দে। বেশ আছে আমাদের কত্তা। শিশিবন্দি হর রকমের মোণ্ডা মেঠাই চাকৃছে, খুসবো শুঁকছে আর চড়া দামে রুগীদের গচাচ্ছে। (একটা লম্বা ও সরু বোতল লইয়া) এসো এবার হুঁকোর নল। (ছিপি খুলিয়া শুঁকিয়া) আরে রাম, রাম, ছ্যা, ছ্যা! কী বিটকেল গন্ধ রে বাবা! এযে অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্য্যন্ত উঠে আসতে চায়। দূর, দূর—সরিয়ে রাখ এই ঝাডুদারটাকে। আমার রুগী ভেগে যাবে।

(ফকরে ঐ বোতলটা সরাইয়া রাখিল। হারাধন আর একটা চওড়া মুখ ছোট রঙ্গচঙ্গে সুদৃশ্য বোতল লইয়া)

এইবার এসো আমার সোনার পক্ষী। আহা— কিযে তোমার ছিরি, দেখেই পরাণ চুরি। যেমন রূপ, ভেতরের মালও তেমনি সরেস হবে। (হাতে কিছু ঢলিয়া লইয়া) এ যে চাঁপার কলির বর্ন রে! খুসবো নেই তো কী হল? রূপ দেখেই পরাণ খুসী কী না বল্! ঢালা যাক খানিকটা বেশী করে। (পূর্ব্বেকার কাগজে কিছু ঢালিল)। নে, সোনামুখী কে সরিয়ে রাখ। (ফকৃরে বোতলটাকে সরাইয়া রাখিল)। ব্যস্—এতেই

হবে। আমি মৈশাতে থাকি, তুই রুগীদের বাঁটবার জন্যে ছোট ছোট মোড়ক কর। (উভয়ের তথাকরণ) ব্যস্। এই বার সব রেডি। (সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া) এইবার দেখ দেখি—চেহারা খানা আমার কেমন দেখাচ্ছে?

ফকরে ঃ চুল গুলো তোমার বড্ড রুক্ষ হয়ে আছে হারাদা।

হারাধন ঃ বটে! চুল গুলো বড় রুক্ষ হয়ে আছে? দৌড়ে ভেতর থেকে আয়না, চিরুনি আর বুরুশটা নিয়ে আয় দেখি। আমি ততক্ষণ পোষাক টা ঠিক করে নিই।

ফকরের প্রস্থান।

এই যে সাদা লম্বা কোটটা টাঙ্গান রয়েছে! এই টে পরেই ত রুগী দেখে ডাক্তার (ডাক্তারের সাদা কোটটা পরিল) বাঃ! একেবারে ফাষ্টো কেলাস। কই রে ফক্‌রে—আয়না টায়না গুলো কী হল?

(ফকরে আয়না, চিরুনি ও বুরুশ লইয়া আসিল। হারাধন এক হাতে সামনে আয়না ধরিয়া অন্য হাতে চিরুণি দিয়া মাথার চুল আঁচড়াইতে লাগিল। চুল কিছুতেই বাগ মানে না। হারাধন একবার চিরুণি ও একবার বুরুষ ঘষিতে লাগিল।)

হারাধন। আরে দুত্তোর। এ তো চুল নয়, যেন সজারুর কাঁটা। বাগই মানতে চায় না। (আরো জোরে চুল আক্রমণ) আঃ! সময়ও নেই ছাই যে সত্যনারায়ণ সেলুন থেকে দশ আনা ছ আনা করে আনি।

(আর একবার জোরে টান দিতে চিরুণীখানি দুটুকরা হইয় ভাঙ্গিয়া গেল)।

এই যাঃ। এ চিরুণীই সে যে কুপোকাৎ হলরে। যা—নিয়ে যা এই আপদ গুলোকে। এ সবে কী আমার পোষায়? এবার ওদের আসবার সময় হয়েছে। কি শেখালুম মনে আছে ত? চেনা লোক হলে ভাগিয়ে দিবি, নতুন হলে এই দরজাটায় তিনবার টোকা। হুঁসিয়ার!

(ফকরে চিরুণি, বুরুষ ইত্যাদি লইয়া চলিয়া গেল)।

যাক্। সাজ গোজ মোটের ওপর মন্দ হল না। (ষ্টেথস্‌কোপটি হাতে লইয়া) ডাক্তার বাবু এটা রুগীদের বুকে লাগায় দেখি। কী বুদ্ধি! এমন দুমুখো নলটাকে খালি বুকে লাগিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা? আমি এটাকে দিয়ে হাত পা মাথা পেট—কিছুই দেখতে বাকি রাখবো না।

(ষ্টেথসকোপের চেষ্ট পীসটা কানে এক হাতে চাপিয়া ধরিয়া এবং ইহার পীষের একটা নল অন্য হাতে লইয়া নাড়া চাড়া করিতে করিতে)

এ তো বড় বেগড়ানো যন্তর রে। একটা নল বাগাতে গেলে আর একটা ঝটপট করে। দুহাতে দুটো নল ধরলে কানে এই চাক্তিটা চেপে ধরবো কী কোরে? তিনটে হাত তো আর আমার নেই।

(দরজায় টোকা পড়িল)

এই রে! সেরেছে! এলো বুঝিরে—! না, ভয় পেলে চলবে না। জয় মা মঙ্গলচণ্ডী—সুবুদ্ধি দাও মা—যেন ঘাবড়ে গিয়ে সব মাটী না করি। (চেয়ারে বসিয়া গম্ভীর ভাবে) ভেতরে এস।

(মাথায় পট্টি বাঁধিয়া কেবলরামের প্রবেশ। একটা চোখ ঢাকা। ফুলিয়া উঠিয়াছে। কপালটাতে কালশিরা পড়িয়াছে। হারাধন এক দৃষ্টে কিছুক্ষণ কেবলরামের দিকে চাহিয়া রহিল। পরে তাহাকে একটা চেয়ারে বসাইল।)

হারাধন। খুব ঠেলায় পড়েছত। আহা। বড্ড কষ্ট হচ্ছে দেখছি।

কেবল রাম। (করুণ সুরে) হেউ—হেউ!!

হারাধন। ভয় নেই। ঘাবড়োনা। একেবারে সাক্ষাৎ ধ্বন্বন্তরীর কাছে এসে গেছ ভাই। দেখি—দেখি হাতটা। (নাড়ী টিপিয়া) বাবা! আমার চোখে ধুলো দেওয়া সোজা নয়। হুঁ! চোখের কোণে কাল শিরে পড়েছে—খোঁচা লেগেছে। চোখটা বেঁচে গেছে অল্পের জন্যে। এই যে—চলছে নাড়ী—ধপ ধপা ধপ—ধপ ধপা ধপ—চলছে নাড়ী—দিচ্ছে লাফ। হুঁ! যেন পাঁচসেরী কাতলাকে ডাঙ্গায় তুলেছে। দেখি—

দেখি একবার মিলিয়ে—(চোখের পট্টি সরাইয়া) বাঃ—এই যে চোখের কোণ একেবারে কালী মেরে গেছে। দেখলে বেরাদার কেরামতিটা ! একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল।

কেবল রাম। হেউ ! হেউ ! ঠিক ধরেছো কর্ত্তা ! বেড়ার ধারে পা পিছলে পড়ে গেলাম—চোখের কোণে একটা কঞ্চির খোঁচা লেগে গেল। বড় ব্যথা কচ্ছে কত্তা। খোকার মা জলপটি বেঁধে দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিল। হেউ–হেউ।

হারাধন। আরে ঘাবড়োনা। এখনি সব ঠিক হয়ে যাবে। (কাগজে মোড়া একটা পুরিয়া লইয়া) নাও ! ধর ! ডাক্তার সুধীন চাটুজ্জের আদি ও অকৃত্রিম মুস্কিল আসান। বাড়ী গিয়ে জলের সঙ্গে খেয়ে ফেলবে। ঠিক তিন ঘণ্টা বাদে—বুঝলে ?—তিন ঘণ্টা বাদে সব সাফ হয়ে যাবে। চোখের কোণ একেবারে ফরসা—বুঝলে ?—সাদা একেবারে গড়ের মাঠ।

কেবল রাম। হেউ ! হেউ ! বাঁচালেন কত্তা। কত পড়বে ?

হারাধন। হেঁ হেঁ ! তোমরা গরীব, তোমাদের কাছে বেশী আর কী নেব ? দুটাকা – দুটাকা।

কেবল রাম। নিন্ কত্তা। (দুইটা টাকা দিল) হেউ ! বাঁচালেন কত্তা।

(প্রণাম করিয়া প্রস্থান)

হারাধন। (বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে) জীতা রও বেটা। পয়লা বউনি করকরে দু দুটো চাঁদি। বলিহারি মগজ ! (দরজায় টোকা) ওই রে ! লেগে যা গুরো ! আর এক জন। এস—ভেতরে এস।

(স্লিং এ হাত ঝুলাইয়া গদাধরের প্রবেশ)

গদাধর। নমস্কার ডাক্তার বাবু ! গিছি—গিছি একেবারে। যন্ত্রণা

আর সহ্য হয় না। গেরো দেখুন একবার। হাড়টার দফা গয়া বোধ হয়।

হারাধন। তাইতো! এযে সঙ্গীন ব্যাপার। হাতে নিমোনি হয়ে একেবারে পচে যেতে পারে। এতক্ষণে হল কিনা কে জানে? দেখি—জিব দেখি। (জিব দেখিয়া) ঈস্! দেখি—দেখি। (ষ্টেথস্-কোপের একটা নল গদাধরের হাতে ঠেকাইয়া চেষ্টপীস নিজের কানে লাগাইল।) হুঁ! হাতে একেবারে মিরৃগী। নিন্—ধরুন। ডাক্তার সুধীন চাটুজ্জের আদি ও অকিত্তিম মুস্কিল আসান। বাড়ী গিয়ে জলের সঙ্গে খাবেন। কাল সকালে উঠেই দেখবেন যে হাতটা কীল চড় সাঁটাবার জন্যে নিস পিস কচ্ছে। (একটি পুরিয়া মুড়িয়া দিল)।

গদাধর। এ সত্যি সত্যি মুস্কিল আসান নাকি?

হারাধন। একেবারে আসল, খাঁটি! কোন ভেজাল নেই। দিন—দুটাকা।

গদাধর। একটা পুরিয়া দুটাকা?

হারাধন। তা হবে না? আদি ও অকিত্তিম যে।

গদাধর। ওঃ! তা বেশ! এই নিন্ (টাকা দিল)। কাল সকালে একবার আসব কী?

হারাধন। খবরদার! অমন কাজটি করবেন না। সকালে উঠে কুড়ুল নিয়ে খানিকটা কাঠ চেলা করবেন।

গদাধর। হেঁ! হেঁ! ডাক্তার বাবু খুব রসিক। হাতটা খুলে একটু দেখবেন না?

হারাধন। কিছু দরকার নেই মশাই! একি বাজারের হাতুড়ে যে ভাঙ্গা হাত খানা নিয়ে হ্যাঁচড় প্যাঁচড় করে আরো বাড়িয়ে দেবে? আমি মশাই এই দিয়ে—(ষ্টেথসকোপটি ঠুকিয়া)—বুঝলেন না? কাল সকালেই বুঝবেন মুস্কিল আসানের ঠেলা।

গদাধর। ওঃ! তা বেশ! আচ্ছা—চল্লুম আমি।

(প্রস্থান)

হারাধন। (উল্লাসে টাকা বাজাইতে বাজাইতে) লে ডিগ্ ডিগ ডিগ! চল্লো কোম্পানী কা কল।

(দরজায় পুনরায় টোকা পড়িল।)

ওই দেখ! ফের আর একজনের পালা। এস - ভেতরে এস।

(চীৎকার করিতে করিতে ও লাফাইতে লাফাইতে বিলাসের প্রবেশ। ঘর ময় পেট চাপিয়া ছুটাছুটি করিতে করিতে—)

বিলাস। ওরে বাবারে, মরে গেলুম রে! মরে গেলুম। মরে গেলুম ডাক্তার বাবু। বাঁচান—বাঁচান আমায়। দোহাই আপনার। (হুমড়ি খাইয়া হারাধনের উপর পড়িল)।

হারাধন। আরে চুপ! আমায় শুদ্ধু ঘাবড়ে দেয় দেখ! কী হয়েছে?

বিলাস। বিষিয়ে উঠেছে—পেটের ভেতর বিষিয়ে উঠেছে ডাক্তার বাবু। ওরে বাবারে গেছিরে (ছুটাছুটি)। পেটের ভেতর হড় হড়—গড় গড়—টগবগ - টগবগ টাটু ঘোড়া ছুটেছে ডাক্তার বাবু। পেট খামচাচ্ছে—পেট খামচাচ্ছে। গেলুম—গেলুম।

(পেট চাপিয়া ধরিয়া লাফাইতে লাগিল)

হারাধন। আরে চুপ! ডাক্তারকে শুদ্ধু পাগল করবে দেখছি। হয়েছে কী? কী খেয়েছ?

বিলাস। আঁজ্ঞে হিলসে মাছ ভাজার তেল দিয়ে এক কাঁসী ভাত সেঁটেছি ডাক্তার বাবু। বাড়ীতে ইয়ে তাজা এক হিলসে বাবু কিনে আনলে - ভাজবার সময় কী যে তার বাস বেরুতে লাগল ডাক্তার বাবু। কঞ্জুষ গিন্নিমা সব মাছগুলো সরিয়ে ফেল্লে। আমি

আর কি করি। তেলটা কড়ায় পড়ে ছিল। তাই—উহুঃ—গেছি—গেছিরে বাবা—

(পুনরায় পেটে হাত চাপিয়া ধরমর ছুটাছুটি করিতে লাগিল)

হারাধন। ফের সুরু কল্লে। থাম—থাম বলছি—

বিলাস। রাগ কর্ব্বেন না ডাক্তার বাবু। যন্ত্রণার ধমকে বেসামাল হয়ে পড়ছি। কড়ায় তেলটা পড়েছিল, ডাক্তার বাবু। কেউ কোথায়ও নেই দেখে হাঁড়ি থেকে ভাত চুরি করে তেলটা মেখে সব খেয়েছি ডাক্তার বাবু। উঃ—গেলুম—গেলুম—

হারাধন। অমন করলে বেয়ারাম সারবে না বাপু! চুপ কোরে থেকে আমায় দেখতে দাও। দেখি—জিব দেখি? হুঁ বুঝেছি। পেটের ভেতর উরুস্তম্ভ হয়েছে। (ষ্টেথস্কোপ পূর্বোক্ত প্রকারে লাগাইয়া) বুঝেছি। ভাগ্যে এসে পড়েছ এখানে, নইলে আজই চিতেয় উঠতে হত—জান? নাও ধর এই মুস্কিল আসান (একটি পুরিয়া দিল)। বাড়ী গিয়েই খেয়ে ফেলবে জলের সঙ্গে। নাও—দু টাকা—দুটাকা। আছে তো?

বিকাশ। উঃ! উঃ! আঁই—আঁই—আঁই। আজ্ঞে আছে। গিন্নিমার বাক্সটা খোলা ছিল। বেশ কিছু হাতিয়ে নিয়েছি। এই নিন দুটাকা। উঃ—উঃ—(টাকা দিল)।

হারাধন। দেরি কর না। তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়েই পুরিয়া খেয়ে ফেলগে। কাল আর কিছু থাকবে না।

(পেটে হাত চাপিয়া লাফাইতে লাফাইতে প্রস্থান)

বিকাশ। উঃ—উঃ—বাবারে—গেছিরে—

হারাধন।

(অঙ্গভঙ্গী করিয়া নাচিতে নাচিতে সুর করিয়া)

"বাহবা বা রে!
আমি বাপের বেটা বাহাদুর!"

লে কলের গাড়ী—চল্লো সোঁ সোঁ! গড় গড় করে টাকা আসছে। গাড়ী গাড়ী চাঁদি আসছে। লে গড় গড়—উঃ—উঃ—

(পেটে হাত চাপিয়া

আরে মোলো। আমার পেটে চোরা বেটার ব্যায়রামের ছোঁয়াচ লাগল নাকি? উঃ—উঃ—। আরে এযে বেড়েই চল্লো।

(পুনরায় দরজায় টোকা)

ইলিসের তেলের ছোঁয়াচ লাগে নাকি? উঃ—(ক্ষীণ স্বরে) ভিতরে এস।

(কেশব পোদ্দারের প্রবেশ)

[কেশব এই পাড়ারই ধনী, কৃপণ, সুদখোর এক মহাজন। অত্যন্ত মামলাবাজ, অত্যাচারী ও অহঙ্কারী লোক। লোকের পিছনে লাগা ওর একটি প্রকাণ্ড বিলাস।]

কেশব। (রুক্ষস্বরে)। কি হে ড্যাকতার? বলি পাড়ায় আর থাকবার মতলব নেই নাকি? বাতাবাতি ঘরে আগুণ লেগে যাবে জান? আমি কেশব পোদ্দার, আমায় তোমার ছোঁড়া চাকর বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখে? আমি এদিকে হাঁটুর ব্যাথায় সারা হচ্ছি? দেখ—দেখে ভাল ওষুধ দাও।

হারাধন। (ক্রোধের সহিত) কে মশাই কেশব না ক্যাশব? গলা বাজি এখানে চলবে না। বসুন এইখানে চুপ করে। অত গরমাই হন তো বাইরে যান। সবাইকে ত আমায় একে একে দেখতে হবে। (কুঁকড়াইয়া ও পেটে হাত দিয়া) উঃ—আর বসে থাকাই দায় হলো যে। উঃ! কই—কী হয়েছে আপনার? বলুন ঝট্‌পট্‌—আমার মেজাজ ভাল নেই এখন।

কেশব। বাঃ—এযে উল্টে আমাকেই দাবড়ি দেয়। বুঝে সুঝে চলো ড্যাকতার, নইলে পস্তাবে হবে! হাঁটুর ব্যথা—আবার হবে কি? আমাবশ্যের কোটালে বেড়ে উঠেছে। একদিনেই ভাল কোরে দাও। আমাব কি চুপ করে বসে থাকবার ফুরসৎ আছে? এত গুলো মামলা মাথায়!

হারাধন। বুঝে সুঝে কথা কইবেন মশাই। বেশী ঠ্যাকার কল্লে বাইরে যেতে হবে। দেখি কী হয়েছে। জিব?—(দেখিয়া) হুঁ! বুঝেছি! দেখি হাতটা? (নাড়ী টিপিতে টিপিতে মুখ বিকৃত করিয়া) এঃ—একেবাবে সান্নিপাতিক। দেখি কেমন হাঁটু? (হাঁটু টিপিয়া দেখিতে লাগিল)।

কেশব। আ—আ—ও। (পা সরাইয়া লইয়া) আস্তে, আস্তে! ওরে বাবা! অমন করে টেপে? গেছিরে—একেবারে গেছি (হাঁটুতে হাত বুলাইতে লাগিল)।

হারাধন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেছিরে বাবা। (পেটে হাত চাপিয়া) আঁই! নিন—নিন মশাই। এই মু—উঃ—গেলুম—মুস্কিল আসান—ডাক্তার সুধীন চ্যাটার্জ্জীর আদি ও অকিত্তিম। উঃ—উঃ। এই—শিগ্‌গির নাও—উঃ—গেছিরে মা! বাড়ী গিয়ে জল দিয়ে—উঃ—খেয়ে ফেলবে।

কেশব। আচ্ছা দাও।

(পুরিয়া লইয়া প্রস্থানোদ্যত)

হারাধন। এই—এই—ট্যাকা—ট্যাকা না দিয়ে চলে যাচ্ছ যে? উঃ—দুটাকা - গেলুম—শিগ্‌গির বের কর টাকা—উঃ।

কেশব। (কটমট করিয়া তাকাইয়া) কী? টাকা? কেশব পোদ্দারের কাছে টাকা? আচ্ছা—দিয়ো লোক পাঠিয়ে—বিবেচনা

করবো এখন। নেহাৎ প্যাঁচে পড়েছি তাই। তোমার ভিটের আমি ঘুঘু চরিয়ে ছাড়বো।

(প্রস্থান)

হারাধন। ওরে বাবারে—গেলুম রে। ওরে ফকরে রে—বাঁচারে—ডাক্তার বাবুকে খবর দেরে—

(মেঝেতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল। দু-একখানা চেয়ার উল্টাইয়া পড়িল। ক্রমে হারাধন স্থির হইয়া গেল।)

[ধীরে ধীরে রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল।
বিরাম ৫ মিনিট।]

[যবনিকা উঠিলে বুঝিতে হইবে দুই ঘণ্টা সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে। ঘর বিপর্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। হারাধন তখনও মেঝের ওপর পড়িয়া আছে। তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসাতে সে মিট্‌মিট্‌ করিয়া চাহিতেছে ও ঘটনাচক্র স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। একবার উঠিয়া বসিয়া হাত দিয়া চোখ রগড়াইতে লাগিল। বাহিরে পদশব্দ শুনিয়া আবার শুইয়া পড়িল।]

(তপন ও সুধীন বাবুর প্রবেশ।)

সুধীন। যত দোষ তোর। আগে থাকতে বন্দোবস্ত করা নেই, অত তাড়া হিঁচড়ে করে বেরোয় কখনও? খুব ছুটি ভোগ হল। যাচ্ছি মাছ ধরতে তা টোপের বাক্সই ফেলে যাওয়া। সব তোর জন্যে।

তপন। নাও! তোমার তোড়জোড় তুমি খেয়াল কল্লে না, আর দোষ হল আমার? মাছ ধরতে না পেরে তোমার মেজাজ বিগড়ে গেছে। খ্যাঁট ফস্কে গিয়ে আমিও তেরিয়া হয়ে রয়েছি। এখন

চা খেয়ে প্রাণটা ধাতে আনা যাক্ আগে। কোথায় গেল তোমার চাকর খানসামারা? কই হে—ও হারাধন!

সুধীন। হারাধন! বাঃ! খুব খবরদারী কচ্ছে তো! এই ফকৃরে—ফকৃরে—

(ভয়ে ভয়ে ফক্‌রের প্রবেশ)

ফকৃরে। হারাধন কোথায়?

[শেষ রোগিটী চলিয়া যাইবার পর ফকরে হারাধনের আর সাড়াশব্দ না পাইয়া ভাবিয়াছে যে দর্শনীর টাকা গুলা আত্মসাৎ করিয়া হারাধন পলায়ন করিয়াছে। ভয়ে সারা হইয়া সে আর কোন উচ্চবাচ্য করেনাই। এ ঘরে ও আর প্রবেশ করে নাই।]

ফকৃরে। আজ্ঞে ছেল তো এখানেই, গেল কোথায়? (টেবিলের অন্য ধারে হারাধনকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া) এই যে—এই যে মুখ গুঁজড়ে পড়ে রয়েছে। (নাড়াচাড়া করিয়া) এ যে নড়ে চড়ে না গো। ডাক্তার বাবু—হারাদা পটোল তুলেছে। ও মা—

(ক্রন্দন)

সুধীন। এ কী ব্যাপার? হারাধন! হারাধন!

তপন। এই হারাধন (নাড়া দিতে লাগিল)। এ যে সাড়া শব্দ দেয় না। মরে গেল নাকি?

সুধীন। দেখি, দেখি! (পরীক্ষা করিয়া) না, না—মরবে কেন। ধর দেখি—বসাই। (দুজনে ধরিয়া হারাধনকে বসাইয়া দিল। হারাধন ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল) এতো দেখছি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। কিছু জানিস নাকি ফকরে? কিছু বলেছিল তোকে?

তপন। আরে একী? এখানে টাকা ছড়ান কেন? কই হে সুধীন দা—টাকা হারিয়েছে তোমার বলনি ত'? এই দেখ—(কুড়াইতে কুড়াইতে) ছটা টাকা পাওয়া গেল।

সুধীন। তাইতো। টাকা হারিয়েছি বলে মনে হচ্ছে না ত। এই ফকৃরে—কতক্ষণ আগে একে এখানে দেখেছিস ?

ফকরে। এই তো কতক্ষণ হল আমায় নিয়ে মুস্কিল আসান বানালো। তার পর আমায় বাইরের ঘরে পেঠিয়ে দিয়ে নিজে রুগী দেখতে লাগল।

[সমস্ত ব্যাপারটা সুধীন বাবুর কাছে জলের মতন পরিস্কার হইয়া গেল। সুধীন ও তপন মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল। হঠাৎ বাহিরে তুমুল গোলমাল হইতে লাগিল। ক্রূদ্ধ জনতা "মার, মার, জোচ্চোর, খুনে" বলিয়া চিৎকার করিতেছে ও দরজায় ধাক্কা দিতেছে।]

সুধীন। ফকরে, শীগ্‌গীর বল কী হয়েছে।

তপন। আর কী হয়েছে। বুঝতেই পাচ্ছ। মনিবের duty অনুগত ভৃত্য নিজে করে দিচ্ছিলেন আর কী। এই তার চিহ্ন।

(টাকা কয়টি টেবিলে রাখিল)

কিন্তু নিজে এমন বেসামাল হলেন কী করে !

সুধীন। (হারাধনকে নাড়া দিতে দিতে) কী করেছিস শিগ্‌গির বল। বাইরে ওই গোলমাল শুনছিস ? ওরা কারুকে ছেড়ে কথা কইবে না। এই ফকরে—বল্‌ কী হয়েছিল।

ফকরে। আজ্ঞে আমি কিছু জানি না। ওমা—আ-আ—ওই মুস্কিল আসান বানিয়ে ও—দের খাইয়েছে। নিজেও চেখেছে। ও-মা—আ-আ—

(ক্রন্দন)

সুধীন। থাম্‌ ছোঁড়া। আঁ আঁ করিস পরে। কোথায় মুস্কিল আসান ?

ফকরে। আঁ-আঁ-আঁ—ওই-তো রয়েছে—মুস্কিল আসান।

(সুধীন যাইয়া পুরিয়াগুলি পরীক্ষা করিল)

সুধীন। য়্যাঁ! এই খাইয়েছে রুগীদের আর নিজেও চেখেছে? (পরীক্ষা করিয়া) কোথা থেকে এনেছে এসব গুঁড়ো?

ফকরে। ওই যে—ওই কটা বোতল। আঁ-আঁ-আঁ।

(সুধীন তাড়াতাড়ি বোতলগুলি পরীক্ষা করিল।)

সুধীন। সর্ব্ব রক্ষে। তবু ভাল। শেষ পর্যন্ত ভয় নেই। তবে বড় ভুগিয়েছে বেচারাদের। নিজেও শাস্তি পেয়েছে কম নয়। দাও ভাই তপন, দরজা খুলে দাও। নইলে ভেঙ্গে ফেলবে। ওদের বোঝাতে হবে।

[তপনের প্রস্থান ও তৎপরেই 'মার মার' করিতে করিতে কেবল রাম, গদাধর, বিলাস, কেশব ও আরও তিন চারজন প্রতিবাসীর প্রবেশ।]

কেবলরাম। জোচ্চোর, খুনে! মার ব্যাটাকে।

গদাধর। পুলিস, পুলিস।

বিলাস। ওরে বাবারে—বিষ খাইয়েছে রে।

কেশব। পয়সা নিয়ে বিষ খাইয়েছে। কোথায় ড্যাকতার!

প্রতিবাসীরা। মার, মার বেটাকে।

সুধীন। মশাইরা, আমি ডাক্তার সুধীন চ্যাটার্জ্জি। যিনি ডাক্তার সেজে আপনাদের দেখেছেন তিনি ওই মেঝেতে বসে আমার ভৃত্য হারাধন। অপরাধের মধ্যে আজ একটু ছুটি নিয়েছিলাম। তাই বিশ্বাসী ভৃত্য আমার লোভ সামলাতে না পেরে নিজেই ডাক্তার সেজে বসেছিলেন। এই বোতলগুলো থেকে এলোপাথাড়ি গুঁড়ো ঢেলে মুস্কিল আসান বানিয়েছেন। আপনাদের খাইয়েছেন—আর নিজেও চেখে নিজের কী অবস্থা করেছেন দেখতেই পাচ্ছেন। সুখের মধ্যে মারাত্মক কিছু নেই ওর ভেতর। দু-একবার দাস্ত হয়ে গেলেই

আপনারা সুস্থ হবেন। আপনারা বসুন। আমি দেখে ওষুধ দিচ্ছি। ওই দেখুন—আপনাদের টাকাগুলা পর্য্যন্ত প্রভু হজম কর্ত্তে পারেন নি। সব মেঝের উপর গড়াচ্ছিল।

সকলে। বটে! বেটা জোচ্চোর। মার—মার বেটাকে।

[সকলে একসঙ্গে হারাধনকে আক্রমণ করিল ও মারিতে মারিতে বাহিরে লইয়া গেল।]

ফকরে। ও ম্যা—য়্যা—য়্যা—।

[যবনিকা]

কালার ঝকমারী।

চরিত্র

শ্রী হরগোবিন্দ সান্যাল—মধ্যবয়স্ক ধনী ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক।

„ নরেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী—শিক্ষিত ভদ্র যুবক।

হরে—হরগোবিন্দ বাবুর ভৃত্য।

মালী

চৌকিদার

কালার ঝকমারী

—ঃ০ঃ—

প্রথম দৃশ্য

কলিকাতাব উপকণ্ঠে শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ সান্ন্যালের বাগান বাড়ীর ড্রইং রুম। সোফা, কৌচ, গদিমোড়া চেয়ার, টিপয়, অর্গান, রেডিও প্রভৃতির দ্বাবা ড্রইং রুমটি সজ্জিত। টিপয়ের উপর ফুলদানিতে দুদিনের বাসি ফুলের তোড়া। নানাবিধ টুকিটাকি সৌখীন দ্রব্যাদিব সমাবেশ রহিয়াছে। মেজেতে সুদৃশ্য কারপেট।

———

হরগোবিন্দ বাবু সঙ্গতিপন্ন সৌখিন ভদ্রলোক। বয়স ৫২।৫৩। পাতলা ছিপ্‌ ছিপে গড়ন। মেজাজ রুক্ষ—অল্পতেই রাগিয়া উঠেন। দুই বৎসর হইল স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে। সন্তানের মধ্যে একটি মাত্র কন্যা—মাধুরী। মাধুরীর বিবাহের বয়স হইয়াছে, কিন্তু মনোমত সুপাত্রের অভাবে এখনও তাহার বিবাহ হয় নাই। হরগোবিন্দ বাবুর গৃহে যেন একটা নিরানন্দ ভাব বর্ত্তমান। কর্ত্তা সদাই বিষন্ন—যেন সব থাকিয়াও তাঁর কিছু নাই।

স্ত্রী বিয়োগের এক বৎসর আগে হইতেই হরগোবিন্দ বাবু কালা হইয়া যান। এখন কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চীৎকার না করিলে তিনি কিছুই শুনিতে পান না। কন্যা মাধুরী ও পুরান চাকর হরে তাঁহার সঙ্গে এই প্রকার চীৎকার করিয়া কথা বলিতে বলিতে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। মাধুরী পারতপক্ষে আর পিতার কাছে ঘেঁসে না। বাধ্য হইয়া হরে চাকরকে কর্ত্তার সব ঝক্কি পোহাইতে হয়। সেও জ্বালাতন হইয়া গিয়াছে। বাড়ীতে আর কোনও আত্মীয় স্বজন নাই। ফলে হরগোবিন্দ বাবু নিজেকে বড় একা ও নিঃসহায় মনে করেন।

এই নিস্তব্ধ নিঝুম পুরী হরগোবিন্দের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। তাঁর মনে হয় নিজের মতন কালা একটি জামাতা ঘরে আনিলে মেয়ে ও জামাইকে উচ্চকণ্ঠে কথা বার্ত্তা চালাইতে হইবে। বাড়ী শব্দ মুখর হইবে। নিজেকে এত একা একা বোধ হইবে না। তাই তিনি কালা অথচ সব দিক দিয়া নিখুঁত একটি সুপাত্র কন্যার জন্য সন্ধান করিতেছেন। হরে চাকর কালা নয় বলিয়া তাঁর বড় দুঃখ। ওই ভৃত্যটি ছাড়া তাঁর গত্যন্তর নাই বলিয়া ওকে এখনও কাজে বাহাল রাখিয়াছেন। নতুবা বহু পূর্ব্বে ওকে বিদায় করিয়া দিয়া একটি কালা চাকর সংগ্রহ করিতেন।

[শীতকালের প্রভাত। এইমাত্র সূর্য উঠিয়াছে। হরে চাকর হাতে ঝাড়ন লইয়া ড্রইংরুমের আসবাবপত্র সাফ করিতেছে ও আপন মনে গজ গজ করিতেছে]

হরে। বাপ্‌রে বাপ্‌। হাড় মাস কালী হয়ে গেল। ভালা বাড়ীতে কাজ কচ্ছি বাবা। শেষে না পাগল বনে যাই। কত্তা আজ তিন বছর কালা হয়ে গেছে—আর আমার প্রাণ সেই থেকে যেন কণ্ঠাগত। দিন নেই, রাত নেই, ষাঁড়ের মতন গলা ছেড়ে চেঁচাতে হবে। নইলে কোন কথাই আর বুড়োর কাণে ঢুকবে না। এবার আস্তে আস্তে কথা বলা দেখছি একেবারে ভুলে যাব। তখন কী গতি হবে আমার? এর পর অন্য জায়গায় চাকরী করতে গেলে যদি এই রকম গলা ছাড়ি, তখনই দুর দুর করে তাড়িয়ে দেবে। আর নয় বাবা—এখান থেকে ভালয় ভালয় সরে পড়ি।

(চারি দিকে খুঁজিতে খুঁজিতে,)

গেল কোথায় বুড়ো? চিঠিটা হাতে হাতে দিয়ে দিলে আর চেঁচাতে হয় না। দুত্তোর—রেখে দিই এই টিপয়টার ওপর—ঘরে ঢুকলেই নজরে পড়বে'খন।

(সামনের টিপয়ের উপর একখানি পত্র রাখিয়া দিয়া ঘরের আসবাব ঝাড়িতে লাগিল)

হরগোবিন্দ বাবু ইদানীং তাঁর বধিরত্ব আরোগ্য করিবার কোন উপায় হয় কিনা দেখিবার জন্য নানা বৈজ্ঞানিক পুস্তক আনাইয়া পড়াশোনা করিতেছেন এবং দেশ বিদেশের ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ-কারীদের সহিত পত্রালাপ করিতেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে বধিরত্ব সম্বন্ধে একখানি প্রামানিক পুস্তক পাইয়া সেটি দিনরাত অধ্যয়ন করিতেছেন। [উচ্চৈস্বরে ওই পুস্তকটির একখানি পৃষ্ঠা খুলিয়া পাঠ করিতে করিতে তিনি প্রবেশ করিলেন।]

হরগোবিন্দ। (উচ্চকণ্ঠে পাঠ করিতে করিতে) "বধির হওয়ার মত দুর্ভাগ্য মনুষ্যের আর নাই। এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে রোগীর নিজের অবস্থা সহ্য করা অনেক সময় অসম্ভব হইয়া পড়ে। অনেক হতভাগ্য—" উঃ! আঃ!

হরে। (হাতে পত্রখানি লইয়া) হুজুর! চিঠি!

হরগোবিন্দ। (শুনিতে না পাইয়া, পড়িতে পড়িতে) "অনেক হতভাগ্য এই জন্য—"

[হরে চিঠিখানা তাঁর নাকের সামনে উঁচা করিয়া ধরিল]

কে? হরে? তুই এখানে? আর আমি চার দিক খুঁজে খুঁজে হায়রাণ হয়ে যাচ্ছি! ওঃ—চিঠি?—(খাম ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিলেন—)

"প্রিয় হরগোবিন্দ বাবু—

ভগবৎ কৃপায় এতদিনে আপনার কন্যার উপযুক্ত সুপাত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ছেলেটি সুপুরুষ, বিনয়ী, শিক্ষিত, বয়সে তরুণ—"

দূর! দূর!! কালা কিনা তার কোন উচ্চবাচ্য নেই—এর নাম সুপাত্র! যত সব—

[চিঠিটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াদিলেন]

হরে। হ'ল! দিদিমনির বর আর জুটেছে!

[বাসী ফুলশুদ্ধ ফুলদানীটা লইয়া প্রস্থান]

হরগোবিন্দ। (পুনরায় পুস্তকে মন দিয়া উচ্চৈস্বরে পড়িতে-পড়িতে) "অনেক হতভাগ্য ইহার জন্য জীবনে বীতস্পৃহ হইয়া আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়াছে।" —নাঃ! এ যেন বাড়াবাড়ি হল। সব ক্ষেত্রেই কী তাই? কালা হবার গুণও কিছু আছে বৈকী। এই ধরনা আমার কথা। কালা হয়ে যাবার পর গিন্নি যতদিন বেঁচে ছিলেন, তাঁর বকবকানি গুলো আর শুনতে হয় নি। 'পিঠে করেছি কুলো—কানে দিয়েছি তুলো—কত কীলোবি তো কীলো।' উনি যতই গলা ছাড়ুন, আমি দিব্যি বুক ফুলিয়ে ঘোরাঘুরি করতাম। হাঃ হাঃ হাঃ! এখন তিনি গত হয়েছেন। এখন কানে শুনতে পেলেও তাঁর কিচিরমিচিরে কান ঝালাপালা হবার তো আর ভয় নেই। একবার চেষ্টা চরিত্র কোরে দেখতে হবে যদি কিছু সুরাহা হয়।

[চেয়ারে বসিয়া পুস্তকখানি কিছুক্ষণ পাঠ করিলেন]

আরে যা! এ পাগল নাকি? কী লিখেছে এখানে দেখ? নাও! ছাপার অক্ষরে যা বেরোবে তাই বিশ্বাস করতে হবে! আমি অত গাড়োল নই। আবার আধুনিক বিজ্ঞানের দোহাই পাড়া হয়েছে! হাম্‌বগ!

(পুনরায় পুস্তক খুলিয়া পড়িতে পড়িতে)

কী? কী হল এখানটায়?

(গভীর মনোযোগের সহিত কিছুক্ষণ নীরবে পাঠ)

আরে যা। বলে কী? Electro—Galvano—Acoustic Set? ইলেক্‌ট্রিক্ ব্যাটারী বসান বাক্স—তা থেকে বেরিয়েছে নল—সেই নল কানে লাগালেই সব শুনতে পাওয়া যাবে? কী নাম দিচ্ছে? Electro—Galvano—Acoustic—Hearing Aid! সত্যি কিছু

হবে নাকি ? দেখি আর একবার ভাল কোরে পড়ে। [নীরবে পাঠ] তাইতো ! এ যে ভাবিয়ে দিলে ! দেখি—দেখি তারপর ?

(চীৎকার করিয়া পাঠ)

"প্রথমে অবশ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে কর্ণপটাহের সহিত সংলগ্ন যে তিনটি ক্ষুদ্র অস্থি আছে তাহারা যথাস্থানে অবিকৃত অবস্থায় আছে কিনা।" —কর্ণপটাহে সংলগ্ন তিনটি ক্ষুদ্র অস্থি ! এই রে—সেরেছে ! সে সব আমার ঠিক আছে তো ? দেখি—দেখি কানে আঙ্গুল দিয়ে। তাহলেই বোঝা যাবে।

(কানের পাতা ধরিয়া)

এইতো—এইতো কর্ণপটাহ। হুঁ ! ভিতরে শক্ত শক্ত কী ঠেকছে। এই—নিশ্চয় কর্ণপটাহের অস্থি। গুণে দেখি—এক-দুই-তিন। যাক ! বাঁচা গেল ! একটা ফ্যাচাং কাটলো। আরও কিছু আছে নাকি ? দেখি পড়ে।

(উচ্চৈস্বরে পাঠ)

"যদি কর্ণেন্দ্রিয়ের অন্তরস্থ ইউস্‌টেসিয়ান টিউব অর্থাৎ নালী রুদ্ধ হইয়া গিয়া থাকে"—ওরে বাবা ! এ আবার কী ? ই—উ—স্ টে—সি—য়া—ন নালী ? বাপ্ ! উচ্চারণই করা যায় না ! তা আমার ওটা আছে ত ? দেখি—হরে ব্যাটাকে দিয়ে দেখাই। হরে—হরে—

[পুনরায় পুস্তকে চক্ষু নিবদ্ধ করিলেন। হরে তাঁর ডাক শুনিয়া আসিল। হর গোবিন্দ মুখ নীচু করিয়া পড়িতেছেন—হরের আগমন তিনি জানিতে পারিলেন না। পুনরায় অধৈর্য্য হইয়া উচ্চৈস্বরে তাহাকে ডাকিলেন]

ওরে—হ—রে—এ—এ—।

[হঠাৎ বিকট চীৎকারে হরে চমকাইয়া উঠিল ও তাহার হাতের কাঁচের ফুলদানিটা পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল। হরগোবিন্দর চোখ তখন ও পুস্তকে নিবদ্ধ। তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না]

ও হরে—এ—এ—

হরে। যত পার চেঁচাও বাবা। ভাঙ্গা টুকরা গুলো না ফেলে দিয়ে সাড়া দিচ্ছিনা।

(টুকরা গুলি কুড়াইতে লাগিল)

নাঃ! জিনিষ পত্তর ভেঙ্গে এখানে আরাম আছে বটে। অন্য জায়গা হলে এতক্ষণে চেল্লাচিল্লি পড়ে যেত।

[টুকরা গুলি কুড়াইয়া জানালার ধারে গেল ও বাহিরে ফেলিয়া দিল]

হরগোবিন্দ। হরে—এ—।

(পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া এবার হরেকে দেখিতে পাইলেন)

আরে—এই যে! তুই এখানে আর আমি এত চেঁচাচ্ছি। ব্যাপার কী রে? তুই ও কালা নাকি?

হরে। তোমার গুষ্টির পিণ্ডি, বুড়ো মড়া!

হরগোবিন্দ। আরে বাহা রে! তুই ও কালা? এদ্দিন আমায় বলিস নি? (উচ্চৈস্বরে) তুই ও কালা?

হরে। (হরগোবিন্দের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া) আঁজ্ঞে হ্যাঁ ধম্ম বাপ। কানে কম শুনি।

হরগোবিন্দ। কী বল্লি? য়্যাঁ!!—

হরে। (নিম্নকণ্ঠে) আঁ! আঁ!! আঁ!!!

আমার খুদে পিসিমা!

হরগোবিন্দ। য়্যাঁ—

হরে। (সুর করিয়া)

মাছ মরেছে বেরাল কাঁদে
গাধায় তোলে তান্।
ওরে আমার খেড়ে সোনা
নাচে ধিনতা ধান॥

হরগোবিন্দ। ওঃ! বুঝিছি। তাই বল! তা এমন সুখবরটা এতদিন চেপে ছিলি? য়্যাঃ—আমার চাকর কালা? হাঃ হাঃ হাঃ।

[উচ্চহাস্য]

হরে। দেখ একবার! একেবারে হেঁসে গড়িয়ে পড়লো। আমি কালা বলে ওঁর ফূর্ত্তি হল। উঃ—কী সয়তান এই বুড়ো রে বাবা!

হরগোবিন্দ। চমৎকার! চমৎকার! এই জন্যেই তোকে আমার এত পছন্দ। যাক গে। এদিকে আয় দেখি। আমার কানের ভেতর ইউস্‌টেসিয়ান নালীটা ঠিক আছে কিনা একবার দেখ্ দেখি।—বেশ ভাল করে দেখ।

হরে। ইষ্টিসানের নালী? আপনার কানের ভেতর?

হরগোবিন্দ। হ্যাঁরে—দেখনা ভাল কোরে।

[নিজের কান টানিয়া ধরিলেন]

হরে। কী দেখবো রে বাবা?

হরগোবিন্দ। দেখছিস? বেশ ঠাহর কোরে কানের ভেতরে দেখছিস?

হরে। আপনার কানের ভেতর ইষ্টিসানের নালী ঢুকেছে?

হরগোবিন্দ। কী? দেখতে পেলি ভেতরে?

[হরি মনিবের মাথা, থুতনি, কান, নাক, টানাটানি করিতে লাগিল]

হরে। কই হুজুর? কিছুই তো নজরে পড়লো না। কানের ছ্যাঁদার ভেতর যে সব অন্ধকার। দেখতে ত কিছুই পেলাম না।

হরগোবিন্দ। কী? বিশু এলোনা? কে বিশু? তোর ভাই? ভাবিস্ নি। আসবে এখন। দেখ হরি—তুমি দেখছি কানেও কম শোন, আর চেঁচিয়ে কথা বলতে ও পার না। খুব অল্পের জন্যে বোবা হতে হতে বেঁচে গেছ।

হরে। সর্ব্বনাশ। গুণ ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করলে যে! তাড়াবে নাকি?

হরগোবিন্দ। তা তোমার কোন ভাবনা নেই, বাপু। এমন চালাক চতুর ছোকরা তুমি।—

হরে। ও বাবা! বলে কী গো!

হরগোবিন্দ। কর্ত্তব্য নিষ্ঠ, সমজদার, হুঁসিয়ার! মনিবের জন্যে এত দরদ! এমন চাকর মেলা—

হরে। এ কী তামাশা কচ্ছে নাকি?

হরগোবিন্দ। অনেক ভাগ্যের কথা। আহা! তার ওপব তুমি কালা আর আধ বোবা। আমি তোমায় ভুলবো না বাবা! তোমার একটা হিল্লে করে দিয়ে যাব।

হরে। ল্যাজে খেলাচ্ছে, ল্যাজে খেলাচ্ছে! হাত সাফাই টাফাই গুলো ধরে ফেলেছে রে! এখন মিছরির ছুরি চালাচ্ছে। এবার সেপাই ডেকে ধরিয়ে দেবে। আমি জানি বুড়ো পয়লা নম্বরের সয়তান।

হরগোবিন্দ। না, না, তুমি ভেবোনা। আমি কথা দিচ্ছি তোমার হিল্লে করে দেব।

হরে। তুমি আমার হিল্লে করবে? তবেই হয়েছে। আমি

তোমায় চিনিনা বটে, কিপটে সয়তান! কখনো তুমি আলমারি কী দেরাজ খুলে রাখ যে কিছু রেস্ত বাগিয়ে নিয়ে লম্বা দেব?

হরগোবিন্দ। আহা! আমার মনের কথা যেন তুই জানতে পারিস রে! আমায় মুখ খুলতেই হয় না। যখনি যা মনে কোরবো সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাছে হাজির। আহা—একটা পয়সা আমার আজও পর্যন্ত তোর হাতে খোয়া যায়নি। একটা সামান্য চায়ের কাপ পর্যন্ত তোকে ভাঙ্গতে দেখলুম না। তোকে আমি ভুলবো না—জানিস? (নিম্নস্বরে) আহা, আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম রে? সব যেন শুভ হচ্ছে। একটু ভাল পেরে আজ খাওয়া দাওয়া করা যাক—তাহলে এই রকম শুভদিন নিত্যি আসবে। রোষ্ট মুরগী আর পোলাও মন্দ হবে না। দেখি হরে কি বলে!

[হরির কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া উচ্চৈস্বরে]

হাঁরে! আজ দুপুরে খাবার কী বন্দোবস্ত কচ্ছিস?

হরে। আঁজ্ঞে আজ সকাল থেকেই দেখছি আপনার সব শুভ হচ্ছে। এমন দিনে একটু জমকালো রকমের কিছু করা উচিত। ভাবছি—মুরগীর রোষ্ট আর পোলাও—

হরগোবিন্দ। (উঠিয়া হরের পিঠ চাপড়াইতে চাপড়াইতে) সাবাস ব্যাটা! বলিহারী! কী আশ্চর্য্য আমার মনের কথা টের পাস তুই। নে—আজ থেকে তোর মাইনে ডবল কোরে দিলাম। আর যদি আমায় ছেড়ে চলে না যাস, মরবার সময় তোর নামে দুহাজার টাকা উইল করে দিয়ে যাব।

[চেয়ারে বসিয়া পুনরায় পুস্তকে মনোনিবেশ করিলেন। হঠাৎ বাহিরে উচ্চ চীৎকার উঠিল।]

বাহিরে জনতা। ওই যে! ওই যে! ধর, ধর—চোর—চোর।

[হরে দৌড়িয়া জানলার দিকে গেল। বাহিরে একটা বন্দুকের আওয়াজ হইল। হরগোবিন্দের কানে বন্দুকের আওয়াজ হরের হাঁচির আওয়াজ বলিয়া মনে হইল। তিনি হাতে তুড়ি দিতে লাগিলেন]

হরগোবিন্দ। প্রাতর্জীব! প্রাতর্জীব! তোর সর্দ্দি হয়েছে নাকি? অত হাঁচছিস কেন? (হরে বাগানের দিকে চাহিয়া হাত নাড়িতেছে দেখিয়া) ওকী? কী দেখছিস ওখানে? কিছু হয়েছে নাকি?

হরে। (চীৎকার করিয়া) এই—এই—এদিকে নয়। আমাদের বাগানে ঢোক কেন?

[মড় মড় করিয়া বেড়া ভাঙ্গার শব্দ হইল]

এই রে! সর্ব্বনাশ করলে। সব ভেঙ্গে চুরে একাকার করলে। ধর—ধর —চোর—চোর—

[এবার কিছু একটা ঘটিয়াছে হরগোবিন্দ বুঝিতে পারিলেন। তিনিও দৌড়িয়া জানালার ধারে গেলেন ও দেখিতে পাইলেন একজন লোক তাঁহার বাগানের বেড়া ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে এবং তাঁর বড় সাধের ফুল গাছগুলিকে মাড়াইয়া তছনছ করিতেছে। রাগে হরগোবিন্দের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন—]

হরগোবিন্দ। এই—এই—কে তুমি? বাগানে ঢুকেছ কেন? কোথাকার বেল্লিক তুমি হে! যাও—বাইরে যাও। এই রে—সব বরবাদ কল্লে। ডালিয়া গাছগুলো সব শুয়ে পড়লো যে। এই—এই দেখ—এবার গোলাপগুলি বুঝি যায়? হরে—হরে—আমার বন্দুক। বন্দুক নিয়ে আয়। ছোট—ছুটে চল। চোর—চোর—

[হরে ছুটিয়া গিয়া হরগোবিন্দকে তাঁর বন্দুক আনিয়া দিল ও একটা দরজার পরদা টানা হিঁচড়া করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তার পিতলের রডটা হাতে লইল।]

হরে। চলুন—চলুন হুজুর। আপনি আগে—আমি পিছে রইলাম।

[আগে হরগোবিন্দ ও পিছনে আস্ফালন করিতে করিতে হরের প্রস্থান।

ঝন্ ঝন্ করিয়া জানালার সার্শি ভাঙ্গিয়া নরেন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। অপূর্ব্ব মনোহর মূর্ত্তি। তেইশ চব্বিশ বৎসরের তরুণ যুবা। নিটোল স্বাস্থ্য ও যৌবনের তেজে ভাস্বর। পরণে খাকি ব্রীচেস ও লম্বা কিনারা উল্টান মোজা। কামিজের উপর উলের পুল ওভার। হাতে বন্দুক। মাথার চুল বিপর্য্যস্ত। পায়ের জুতা ধূলা মলিন। নরেন ঘরের ভিতরে আসিয়াই কোমর বঁকাইয়া চারিদিকে কী যেন খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।]

নরেন। আরে যা! বেটা লুকোল কোথা?

[বন্দুকটা একপাশে রাখিয়া দিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল ও রুমাল বাহির করিয়া মুখ ও কপালের ঘাম মুছিতে লাগিল।]

উঃ! সকাল থেকে একটা সয়তান খড়গোসের পিছনে পিছনে দৌড়ে একেবারে হায়রাণ হয়ে গেলুম বাবা। এই শীতের ভোরে কাঁপতে কাঁপতে জ্যাককে সঙ্গে নিয়ে বেরুলাম। বেরুলো বেটা বুড়ো ধাড়ি খরগোস। তক্ষুণি নিশানা কোরে 'ধাঁই'। হায়রে—ওই বেটা খরগোসই ছুটলো কিন্তু বন্দুকের গুলি আমার আর ছুটলো না। তারপর? হুঁ! জ্যাক আর ওই বজ্জাত খড়গোস বেটার লুকোচুরি খেলা চল্ল আর কী? আমারও গেরো। খানা, ডোবা, ঝোপ, জঙ্গল ভেঙ্গে, জল কাদায় মাখামাখি হয়ে, কাঁটা খোঁচায় সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করে আমায়ও ছুটতে হল ওদের পিছনে পিছনে। পেলুম আর একবার বেটাকে বন্দুকের নিশানায়। ফের আর একবার 'ধাঁই'। কিন্তু পোড়া বরাত। গুলি এবার ছুটলো, কিন্তু—ওহো-হো—আমার জ্যাক আর ছুটলো না। আমারি গুলিতে আমার এত সাধের কুকুর একেবারে কাৎ। উঃ—জ্যাকরে—তুই যে আমা বই আর জানতিস নারে। শেষে ভাগ ফসকে আমারই গুলিতে পটোল তুল্লি! মেজাজ গেল চড়ে।

বেটা খড়গোসকে নিতেই হবে। পিছনে পিছনে ধাওয়া করতে করতে মাঠ জঙ্গল ছেড়ে এসে পড়লুম বস্তির ভেতর। চাষীদের ক্ষেতের দফা যে গয়া করছি সে খেয়াল কী আর আছে তখন? হঠাৎ দেখি 'মার মার' করতে করতে জন পঞ্চাশ চাষা তাড়া করেছে। কী আর করি? অগত্যা লাফিয়ে এই বাড়ীটার বেড়া ভেঙ্গে এখানে ঢুকে পড়তে হল। বেটা চাষার দল ছিনে জোঁকের মতন তখনও পিছনে লেগে আছে। কাজেই জানলা ভেঙ্গে এই ঘরে ঢুকে পড়েছি। ওঃ! জিরুই একটু। (চতুর্দ্দিকে চাহিয়া) বাঃ—বেশ ঘরটি তো। কেউ নেই দেখছি। একটু দম নিই বাবা! বাড়ীর লোকেরা এলে ব্যাপারটা খুলে বলা যাবে। না হয় যা লোকসান হয়েছে তার খেঁসারত দেওয়া যাবে। আবার কী?

[নরেন অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কোথায়ও কেহ নাই দেখিয়া সে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল ও ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বাহিরে হঠাৎ ভীষণ কোলাহল উঠিল। নরেন চমকাইয়া উঠিল।]

নরেন। এই রে সেরেছে। চাষার দল এখানে পর্য্যন্ত ধাওয়া করলো নাকি? গতিক তো ভাল নয়! সরে পড়াই ভাল।

[বন্দুকটা উঠাইয়া লইয়া নরেন দক্ষিণে দরজার দিকে ছুটিল। দরজার ঠিক বাহিরে মালির সহিত হরগোবিন্দ বাবু দাঁড়াইয়া। ফিরিয়া বাম দিকে ছুটিল। সেখানে হরের সাথে চৌকিদার। হতভম্ব হইয়া ঘরের মধ্যস্থলে আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।]

চৌকিদার। ওই! ওই ডাকু।

মালী। ওই! ওই চোর।

হরে। ধর্, ধর্। সবাই একসঙ্গে লোকটার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়।

[তিন জনে একসঙ্গে লাফাইয়া নরেনকে ধরিয়া ফেলিল। চৌকীদার বন্দুক কাড়িয়া লইল।]

চৌকীদার। আইনের নামে তোমায় গ্রেপ্তার করা হল।

(হাত ধরিল)

নরেন। নাও ঠেলা।

হরগোবিন্দ। তুমি কী রকম ভদ্দর লোক হে? বাগানে ঢুকে এমনি কোরে গাছপালা তছনছ কর? শেষে কিনা জানলা ভেঙ্গে ঘরের ভেতর সিঁদ? তোমায় পুলিশে দেব।

নরেন। নাও ফেঁসাদ!

হরগোবিন্দ। কী নাম তোমার? বাড়ী কোথায়? কী কর?

নরেন। মশাই, শুনুন আমার কথা।

হরে। ওঃ! শুনুন আমার কথা! নবাব পুত্তুর! ঘুঘু দেখেছো ফাঁদ দেখনি—বটে! এলো পাতাড়ি বন্দুক ছুড়ে আর একটু হলে আমায় ঘায়েল করেছিলে আর কী। চল—থানায় চল।

(অপর হাত ধরিল)

নরেন। মশাই শুনুন আমার কথা। আমি ইচ্ছে কোরে বন্দুক ছুড়িনি। হঠাৎ পড়ে গিয়ে আচম্‌কা গুলি ছুটে গিয়েছে। আপনাদের যা ক্ষতি হয়েছে তার খেসারৎ দিচ্ছি।

হরগোবিন্দ। তোমায় থানায় পাঠান হবে। কিছুতেই ছাড়া হবে না। বল—কী নাম তোমার?

চৌকীদার। এই ডাকু—তোর নাম?

(ধাক্কা দিল)

নরেন। মশাই শু-নু-ন্! মশা-ই-শুনুন।

হরে। মশা শুনু—মশা শুনু—কী করছে? ব্যাটার নাম 'মশা শুনু' নাকী? ব্যাটা চীনে।

চৌকীদার। উঁহু! মশা শুনু! এ নিশ্চয় কাফ্রী।

হরগোবিন্দ। আমার গোলাপ গাছ গুলো পর্য্যন্ত বরবাদ কোরে দিলে! যত চেঁচাচ্ছি—মশাই, এটা রাস্তা নয়, প্রাইভেট বাড়ী—তা কে কার কথা শোনে! কেন হে? তুমি কী কালা?

[এই কথা শুনিয়া হঠাৎ নরেনের খেয়াল হইল যে এই সঙ্কটে কালার ভান করিলে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। সে নিমেষেই মনস্থির করিয়া ফেলিল।]

নরেন। কালা? কালা বল্লে না? ঠিক হয়েছে—কালাই বনে যাই। উদ্ধার পাবার বেশ ফিকির হবে। মশাই—

হরগোবিন্দ। কী বিড় বিড় করছে রে হরে?

হরে। আঁজ্ঞে বুঝতে পাল্লুম না

চৌকীদার। ঘাগী চোর। সিধেয় হবে না—রদ্দা লাগাতে হবে।

(এক ধাক্কা দিল)

নরেন। আঃ! এ তো বড় ফ্যাঁসাদ কল্লে!

(হাত নাড়িয়া ইসারা করিল)

মশাই—আমি কানে—

হরগোবিন্দ। কী? কী বলছো?

নরেন। কানে—(ইসারা করিল)। একটা কলম আর একটু কাগজ।

হরে। বটে। কাগজ আর কলম! ন্যাকা পড়া করবে। চোর ব্যাটা।

[এক ধাক্কা দিল; নরেন লিখিবার একটা ছোট টেবিলের সামনে হুমড়ি খাইয়া পড়িল। টেবিলের উপর কাগজ কলম দেখিতে পাইয়া লিখিতে বসিয়া গেল।]

হরে। (উঁকি মারিয়া দেখিয়া) আরে সর্ব্বনাশ! এযে সত্যি সত্যি খৎ লিখতে সুরু কোরে দিলে। এঃ—এ ন্যাকা পড়া জানে নাকি? ভদ্দর লোক নয়ত? ধাক্কাটা মেরে বসলুম।

[নরেন লেখা শেষ করিয়া কাগজটা হরের হাতে দিল ও কর্ত্তাকে দিবার জন্য ইসারা করিল। হরি থতমত খাইয়া বিনা বাক্য ব্যয়ে কাগজটা মনিবের হাতে দিল।]

হরগোবিন্দ। (পড়িতে পড়িতে) "মহাশয়! অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে আমি কানে আদৌ শুনিতে পাই না। আমি জন্মাবধি কালা। আমি আজ প্রাতঃকালে শিকার করিতে বাহির হইয়া—" (চীৎকার করিয়া) য়্যাঁ! কালা! কালা!! ওরে হরে! ভদ্রলোক কালা! কানে একেবারে শুনতে পান্ না। ওরে—বিশেষ ভদ্রলোক দেখছিস না? ছাড়, ছাড়—ওঁর হাত ছাড়্। তোরা এ করিছিস কী?

[হরে ও চৌকীদার শশব্যস্তে নরেনের হাত ছাড়িয়া দিল]

হরে। কালা?

চোকীদার। য়্যাঁ! কালা?

হরগোবিন্দ। (নরেনের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া) আপনি কালা? কানে কম শোনেন?

নরেন। আঁজ্ঞে হ্যাঁ। আমি জন্মাবধি কালা। Blind school এ লেখা পড়া শিখেছি। (চমকাইয়া উঠিয়া) এই দেখ! সর্ব্বনাশ কল্লুম। সব ফেঁসে গেল। Blind school তো অন্ধদের জন্যে।

হরগোবিন্দ। কালা! আপনি কালা?

[উৎসাহে উদ্দীপিত হইয়া ঘরময় লাফালাফি করিতে লাগিলেন]

হরে! হরে! দেখ্—দেখ্! ভগবান কেমন করে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কল্লেন দেখ্। ওরে—দেখ—মাধুরীর উপযুক্ত পাত্র এতদিন বাদে যেন আকাশ থেকে সামনে এসে পড়লো।

হরে। (চমকের আতিশয্যে টাল খাইয়া পড়িয়া যাইতে যাইতে) য়্যাঁ! বলে কী? দিদিমণির বর? চোর থেকে জামাই?

নরেন। (চমকে লাফাইয়া উঠিয়া) য়্যাঁ! বলে কী? তামাসা করতে আরম্ভ করল নাকি?

হরগোবিন্দ। (নরেনের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে করিতে) বাঃ! বাঃ!! চমৎকার! নবীন যুবা-দেখতে কার্ত্তিকের মতন। ভদ্র ও শিক্ষিত না হয়ে যায় না। নিশ্চয় বড় ঘরের ছেলে। ওঃ—কালা! কালা!! জন্মাবধি কালা!!!

(চৌকীদার ও মালীকে উদ্দেশ করিয়া)

তোমরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে কী দেখছ? যাও—সেলাম কোরে বাইরে যাও। দেখছ না?—আমার বিশেষ আত্মীয়! আমায় কৃতার্থ করতে এখানে দয়া করে এসেছেন!

[চৌকীদার ও মালী মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে করিতে চলিয়া গেল]

হরে। এ ব্যাপারটা কী রকম হলো? এক কালাতে রক্ষে নেই—আবার আর একটাকে জোটায় যে। তবেই দেখছি সারলে। এখানে আর তো পোষাবে না। এমন বাড়ীর অন্নটা এবার বুঝি উঠলো।

হরগোবিন্দ। বসুন্। অনুগ্রহ করে একটু বিশ্রাম করুন। এই—এইটে বেশ নরম। বসুন এখানে। হরে—হরে—কফি, কেক্, সন্দেশ—আইসক্রীম—জলদি—জলদি।

হরে। আরে এ কী? বুড়ো খেপে গেল নাকি?

[প্রস্থান]

[নরেন হরগোবিন্দের আবাহনের কোন সাড়া দিল না]

হরগোবিন্দ। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন। কী মুস্কিল! ইনি যে কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না।

(কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া)

বসুন—একটু বিশ্রাম করুন।

নরেন। (নিম্ন স্বরে) বাঃ! ফিকিরটা দিব্যি খেটে গেল দেখি! দস্তুর মত খাতির সুরু হয়ে গেল।

হরগোবিন্দ। (নরেনকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে) আহা! মুখ খানা যেন বুদ্ধিতে ঝলমল কচ্ছে। চমৎকার! বসুন।

[ইঙ্গিতে চেয়ারটা দেখাইয়া দিলেন]

নরেন। সেকী! তা কী হয়! আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন, আর আমি কখন ও বসতে পারি?

হরগোবিন্দ। বাঃ! যেমন বিনয়ী, তেমনি ভদ্র! আমার লোক চিনতে ভুল হয় নি দেখছি। আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম রে!

[হরে ট্রে ভরিয়া কফি ও মিষ্টান্নাদি লইয়া আসিল]

হরগোবিন্দ। আসুন—একটু গলাটা ভিজিয়ে নিন্।

[কফি ও মিষ্টান্ন দিলেন। নরেন কফি পান করিতে লাগিল]

হরে। মরেছে! বুড়ো দেখছি একেবারে গলে গেল। একে জামাই না কোরে ছাড়ছে না। দু-দুটো কালার মাঝে পড়ে এবার আমার আত্মারাম দেখছি খাঁচা ছাড়া হবে।

হরগোবিন্দ। আহা! কালা হবার যে কী দুঃখু আমি তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পাচ্ছি। (উচ্চৈস্বরে) দেখুন—আপনি এই রকম একটা বিশ্রী ব্যাধিতে ভুগছেন দেখে আমার বড় দুঃখু হচ্ছে। আপনার ওপর একটা মায়া পড়ে গেল। আহা! ভগবান আপনার ভাল করুন।

নরেন। সেরেছে! মায়া পড়ে গেল কী রকম! আমায় একজন কেউ কেটা জাঁদরেল ঠাওরাল নাকি? কালা হবার ভান করে ভালই করেছি দেখছি।

হরগোবিন্দ। একটু বয়স হয়েছে দেখ্ছি। তাইতো—ইনি কী আজও বিয়ে করেন নি? সর্বনাশ! তা হলেই তো সব মাটি। কী করা যায় এখন?

[উৎকণ্ঠায় উঠিয়া পড়িলেন ও ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতে লাগিলেন। নরেন কফির কাপের আড়ালে তাঁকে লক্ষ্য করিতে লাগিল]

না। না! এ কখন ও হ'তে পাবে না। তাহলে ইনি যেন অ কাশ থেকে আমাব সামনে হঠাৎ পড়বেন কেন? একবাব খোলাখুলি জিজ্ঞেস কবা যাক।

[নরেনের পাশের চেয়ারটিতে বসিয়া তার কানে কানে—]

মশাই কী সংসাব করেছেন?

নবেন। য়্যাঁ! কী বলছেন?

হবগোবিন্দ। আপনি কী বিবাহ কোবেছেন?

নবেন। (মাথা নাড়িল) এব মানে? ঘর সংসারেব খবর নেয় কেন? তবে তখন যা বল্লে তা ঠাট্টা নয়?

হবগোবিন্দ। (উৎসাহিত হইয়া) কী? কী বল্লেন? বিয়ে হয়নি আপনাব?

নরেন। (বিরক্ত হইয়া উচ্চকণ্ঠে) না মশাই না। (আপন মনে) এ দেখি কথা শুনতে পায় না! নিজেই কালা নাকি?

হবগোবিন্দ। (উৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইযা) 'না' বল্লে—'না' বল্লে। জয় ভগবান! তোমারই দয়ায় ঘবে বসে মনের মতন জামাই পেয়ে গেলাম। (উচ্চকণ্ঠে) তুমি—তুমি এখন ও বিয়ে করনি বাবা? বড় খুসী হলাম। বড় খুসী হলাম। তা দেখ বাবা—বেলা ত অনেক হল। এখন আর কেন যাবে? এখানেই দুপুরের আহারটা সেরে নাও—কেমন?

নরেন। না—লোকটি ভদ্র বটে।

[মাথা নাড়িয়া আপত্তি জানাইল]

হরগোবিন্দ। বিলক্ষণ! না বল্লে ছাড়বো কেন? তুমি তো' ঘরের ছেলে। নাও—এখন একটু জিরোয়। তারপর—

নরেন। (উত্তেজিত হইয়া উচ্চৈস্বরে) না-না—সেকী হয়? আমার জন্যে আপনারা বিব্রত—

হরগোবিন্দ। (নরেনকে কথা শেষ করিতে না দিয়া) বিলক্ষণ! বিব্রত! বল কী হে? তোমার কোন ওজর শুনছি না। রাজি ত?

নরেন। (বিব্রত হইয়া) তা যখন বলছেন এত কোরে—আনন্দের সঙ্গে আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

হরগোবিন্দ। নিয়ন্ত্রণ কল্লেন? আহার? কী কোরে? ওঃ—বুঝেছি। অসময়ে আহার করা পছন্দ করেন না? বেশ—বেশ। হরে—হরে— দুটোর বদলে দেড়টায় খাবার দিবি—বুঝলি?

হরে। এঃ! মাথা একেবারে কিনলে আমার বুড়ো চামচিকে।

[নরেন হরের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল ও ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল]

হরগোবিন্দ। ইনি আজ এখানে আহার করবেন। বুঝলি?

হরে। বুঝলাম—বুড়ো হাড়গিলে।

[নরেন বিস্ময়ের আতিশয্যে যেন পাথর হইয়া গেল]

হরগোবিন্দ। যা তাহলে—যোগাড় করগে।

হরে। যাই, তোমাদের ছেরাদ্দের যোগাড় করিগে। একলা ঘরে ঠাঁই পায়না—শঙ্করাকে ডাকে। এক কালার জ্বালায় হাড় মাস কালী হয়ে গেল—জোটাল আবার আর একটা। কবে তুমি পটোল তুলবে—

তোমার উইলের দুটি হাজার টাকা ট্যাঁকে গুঁজে সরে পড়বো এখান থেকে।

[বিরক্তভাবে প্রস্থান]

হরগোবিন্দ। আহা! এমন চাকর ও হয়! একেবারে মনিব-অন্তঃপ্রাণ!

[নরেনের বিস্মিত ভাব লক্ষ্য করিয়া হরগোবিন্দ বলিয়া চলিলেন—]

না বাবা! আমার জন্যে ও নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে।

নরেন। কী রকম? ও তো দেখছি পাকা শয়তান। আপনি করছেন কী? ওর শয়তানি কী কোরে সহ্য করছেন?

হরগোবিন্দ। (নরেনের কথা কিছুই শুনিতে না পাইয়া) আহা! একেবারে চাকরের মতন চাকর। এ ধরণের লোক আজকাল আর দেখতে পাওযা যায় না বাবা।

নরেন। হুঁ! তাতো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু এ ব্যাপার কী? লোকটা স্পষ্ট মুখের উপর যা নয় তাই বলে গালাগালি দিয়ে গেল। সেই হল একেবারে ভৃত্যকুলের আদর্শ! ইনি কী নিজে কালা নাকি?

[হরগোবিন্দ বাবু উঠিয়া ঘরের দরজাগুলি বন্ধ করিয়া দিলেন ও নরেনের বন্দুকটা লইয়া একপাশে রাখিয়া দিলেন। তোড়জোড় দেখিয়া নরেন আতঙ্কিত হইয়া উঠিল]

হরগোবিন্দ। (নরেনের পার্শ্বে বসিয়া) তোমার সঙ্গে একটু গোপনীয় কথা ছিল বাবা। পাছে আর কেউ শোনে বলে দরজাগুলো বন্ধ করে দিলাম।

[নরেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল]

তোমাকে আজ দুপুরে যে খাবার জন্যে বল্লাম বাবা, তাতে আমার কিছু উদ্দেশ্য আছে। শুনে যেন রাগ কোরো না। আমার—এই—আমার মেয়েটি বিয়ের যুগ্যি হয়েছে। তাই তার জন্যে একটি

উপযুক্ত পাত্র খুঁজছি। তুমি তো বাবা অবিবাহিত। চেহারা ভাল, স্বভাবে ভাল, বংশেও নিশ্চয়ই ভাল। তাই তোমার সঠিক পরিচয়টা নেওয়া আর—আর—

নরেন। (নিম্ন স্বরে) এত ভনিতা কেন? ইনি কী আমাকেই মেয়ের জন্য খুব সৎপাত্র ঠাওরালেন নাকি?

হরগোবিন্দ। তাই বলছিলাম বাবা—তোমাকে আমার বড্ড ভাল লেগেছে। তাই তুমি যদি আমাদের পালটিঘর হও আর মাধুরীকে তোমার পছন্দ হয় তো—

[নরেন বিস্ময়ে নড়িয়া উঠিল]

হরগোবিন্দ। কিছু কথা বার্ত্তা এগিয়ে রাখা আর কা। এই ধরনা, আমি কী দিতে থুতে পারবো সেটা তো জানিয়ে দেওয়া দরকার—আর—

নরেন। না—এ গতিক ভাল নয়। জানা নেই, শোনা নেই, একেবারে বিয়ের প্রস্তাব। কেমন কেমন ঠেকছে। এ মেয়ের নিশ্চয় কুঁজ আছে। সরে পড়াই ভাল।

[উঠিয়া দক্ষিণ দিককার দরজার দিকে যাইল]

হরগোবিন্দ। (পিছনে পিছনে যাইয়া) শোন—শোন, ব্যস্ত হয়োনা। আমি গরিব নই—বুঝলে? বিলক্ষণ সঙ্গতি আছে। মেয়ের বিয়েতে আমি ত্রিশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ যৌতুক দেব—আর সহরের একখানি বাড়ী।

নরেন। (বাম দিকের দরজার কাছে যাইয়া) ওরে বাবা! এ'ত টাকা কবলাচ্ছে কেন—লোকটার ভেতর নিশ্চয়ই কিছু মতলব আছে। শেষে গুম্ করবে না ত? এর মেয়ের কুঁজ একটা নয়—অন্ততঃ দুটো। নিশ্চয় মেয়েটা খোঁড়া পায়ে নেংচে চলে—আর চেহারায় আসল পেত্নি। যঃ পলায়তি সঃ জীবতি। সরে পড়া যাক।

[পলায়নোদ্যত]

হরগোবিন্দ। (পথ রুদ্ধ করিয়া) শোন—শোন। বোকার মতন কাজ কোরোনা। তোমার মত একজন জোয়ান ছোকরার কাছে যে লোভনীয় প্রস্তাবটা করছি তাকে এমন কোরে তাচ্ছিল্য কোরোনা। তোমাকে মেয়ে না দেখে তো বে করতে বলছিনা বাপু? এমন ঘাবড়াচ্ছ কেন? তোমাকে আমার এত পছন্দ হয়েছে কেন জান? বুঝিয়ে বলি—শোন। দেখতেই তো পাচ্ছ যে আমি কালা। তবে তোমার মতন জন্মাবধি নই। বছর তিন হল আমার এই অবস্থা হয়েছে।

নরেন। (উচ্চৈস্বরে) য়্যঁা! বলেন কী? আপনিও কালা?

হরগোবিন্দ। কানে এখন আর একেবারেই শুনতে পাই না। ওই আমার একটি মাত্র মেয়ে—যার তার হাতে তাকে তো দিতে পারি না! তাই অনেক দিন থেকে একটি রূপে গুণে মনের মত অথচ কালা সুপাত্র খুঁজছি।

নরেন। নিজে কা লা বলে কালা জামাই খুঁজছে কিরে বাবা।

হরগোবিন্দ। মেয়ে আমার দেখতে শুনতে খুবই ভাল, কিন্তু সে কালা নয়। জামাই ও যদি কালা না হয়, মনে বড় ধাক্কা খাব বাবা। আমার দিন কাটানোই দায় হবে।

নরেন। এতো ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনা।

হরগোবিন্দ। দেখ্ছো না—জামাই যদি ভাল শুনতে পায় তা হলে মেয়ে জামাই তো আর চেঁচিয়ে কথা বলবে না। বাড়ী আমার কাছে একেবারে নিস্তব্ধ নিঝুম হয়ে থাকবে—বাড়ীতে থেকেও আমি যেন বাড়ী ছাড়া; একেবারে আলাদা হয়ে থাকবো। জামাই কালা হলে সেটি তো আর চলবে না। চেঁচিয়ে কথা চালাতে হবে। আমার ও আর একা একা ঠেকবে না। বুঝেছ ব্যাপারটা?

নরেন। কী সর্ব্বনাশ! এই জন্যে এ একটা কালার হাতে মেয়ে দিচ্ছে

শ্বর জামাই করে রাখতে চায়! একী সর্ব্বনেশে লোক রে বাবা! এর মেয়ে দেখছি এখানে খুব সুখে আছে!

হরগোবিন্দ। বেশ করে ভেবে দেখ বাবা। তাড়াতাড়ি কোরে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলোনা। আমার মেয়ে সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা—

[বাহির হইতে দরজায় ধাক্কা। হরগোবিন্দ দরজা খুলিয়া দিলেন। একটা ভিজিটিং কার্ড লইয়া হরে প্রবেশ করিল।]

নরেন। সুন্দরী, সুশিক্ষিতা—না কুঁজী—বোবা—খোঁড়া। আচ্ছা—থেকেই যাই আর একটু। চোখে দেখলেই বুঝতে পারবো।

হরে। আরে—এ লোকটা দেখছি রয়েই গেল। সত্যি সত্যি কী বাড়ীতে কালার হাট বসে যাবে নাকি। দাঁড়াও—আমি দিদিমনির কাছে সব ফাঁস করে দিচ্ছি। দিদিমণিই চোরা বেটাকে রাস্তা দেখিয়ে দেবে'খন।

হরগোবিন্দ। তাইলে সব ঠিক রইলো।

[নরেন ইঙ্গিত করিয়া সম্মতি জানাইল]

আঃ! বাঁচালে বাবা। তা হলে গায়ে মাথায় একটু জল দিয়ে নাও। শরীরটা শুকিয়ে গেছে—আহা! কোন ইতস্ততঃ কোরোনা। এতো এখন তোমারি বাড়ী হতে চল্লো। এখানে আবার লজ্জা কী? এই সামনেই আমার ড্রেসিং রুম। চলে যাও সোজা ভেতরে।

নরেন। (ইতস্ততঃ করিতে করিতে) না বাবা! সত্যিই কালা নই—শেষে ধরা পড়ে যাব—সে বড় কেলেঙ্কারী হবে। সরে পড়ি।

[পলায়নের পথ খুঁজিতে লাগিল]

হরগোবিন্দ। (নরেনের ইতস্ততঃ ভাব লক্ষ্য করিয়া) আঃ! আজ কালকার ছেলে তুমি—এত লজ্জা কিসের? এস—এস আমার সঙ্গে। এই ঘরে—

[হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে]

চিরুনি, বুরুষ, ক্ষুর, সাবান, তোয়ালে, পমেটম্, মাথাঘষা—মায় গরম জল পর্য্যন্ত—সব মজুত।

[জোর করিয়া ভিতরে ঠেলিয়া দিলেন]

হরে! হরে!—ওঃ! তুই এখানে? বড় সুখবর রে—বড় সুখবর। উনি শেষ পর্য্যন্ত রাজিই হয়ে গেলেন। আমার হবু জামাই—বুঝলি? খাতির যত্ন করবি। নে—খানার কতদূর হল দেখছে যা।

[হরে ভিজিটিং কার্ডখানা হরগোবিন্দের নাকের ডগায় তুলিয়া ধরিল।]

উঃ! ও কী? কার্ড? তা মুখে বল্লেই তো হয় বাপু। নাকের ডগায় চেপে ধরা কেন?

হরে। (উচ্চৈস্বরে) বাইরের আফিস ঘরে বসে আছেন এই ভদ্রলোক।

হরগোবিন্দ। (কার্ডটা দেখিয়া) য়্যাঁ! এযে তাঁরা রে! ওরে—সেই তাঁরা পাঠিয়েছেন। জয় ভগবান—জয় ভগবান!

[ঊর্দ্ধশ্বাসে বাহিরের দিকে ছুটিলেন।]

হরে। হলো কী বুড়ো মড়ার? যমের অরুচি!

[নরেন চুপি-চুপি ড্রেসিং রুম হইতে বাহির হইয়া হরেকে এক পদাঘাত করিল]

হরে। (চমকিয়া উঠিয়া) কে র‍্যা?

নরেন। তোমার মুষল। নচ্ছার বেটা! মনিব হলেন বুড়ো মড়া, বুড়ো হাড়গিলে, যমের অরুচি! আর আমি হলুম জোচ্চোর, ডাকু, চোর? দাঁড়াও—তোমার পিণ্ডি দান করছি।

[দ্বিতীয় বার পদাঘাত করিল। হরে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল]

হরে। য়্যাঁ:—এ কালা নয়?—শুনতে পায়?

নরেন। (হরের মাথার চুল ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া) হ্যাঁ! শুনতে

পাই। বুঝিছিস্ এবার ? কিন্তু শুধু তোর কাছে। একথা আর কেউ যদি জানতে পারে তো জ্যান্ত তোর গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নেব, বুঝিছিস ?” শয়তানের বাচ্ছা শয়তান !

[দুহাতে হরেকে ধরিয়া ঝাঁকানি দিতে লাগিল]

কেমন ? বুঝলি ?

হরে। আঁজ্ঞে খুব বুঝিছি ধর্ম্মাবতার। এবার ক্ষ্যামা দ্যান! এই নাক কান মল্‌ছি। আপনি যে কালা নন্ তা কাক চিল ও জানতে পার্ব্বে না। আমায় কিন্তু বাঁচাতে হবে।

নরেন। বেশ! তুমি যদি মুখ বুজে থাক তো আমিও তোমায় বাঁচাব। মনিব কে ওসব গালাগালি করা আর চলবে না। আর মনে থাকে যেন—এখন তুমি আমার হুকুমের গোলাম।

[বাহির হইতে হরগোবিন্দ বাবুর গলা শোনা যাইতে লাগিল]

হরগোবিন্দ। হরে—হরে—

হরে। ওই কর্ত্তা ডাকাডাকি কচ্ছে হুজুর। এবার বোধ হয় খাবার দিতে বলবে। আপনি কিন্তু হুঁসিয়ার থাকবেন। কর্ত্তা বড় চালাক। একটু বেসামাল হলেই ধরে ফেলবে। খুব সাবধানে আপনি চলাফেরা কর্ব্বেন।

নরেন। আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে। তুই নিজেকে সামলা। আমার পিছনে কামান দাগলেও আমি চমকাবো না।

হরে। তবু ও কী জানি হুজুর, কর্ত্তার চোখ বড় সাফ। আপনি যত ওনার সামনে না থাকেন ততই মঙ্গল। আমি বলি আপনি এখন বাগানে একটু পাইচারী করুন গে। খাবার তৈরী হলেই আমরা এখানে একটা ঘণ্টা বাজাই। ঘণ্টার আওয়াজ শুনেই আপনি যেন খাবার ঘরে হাজির হবেন না। তক্ষুনি ধরা পড়ে যাবেন।

নরেন। আরে তুই তো বলে খালাস। এদিকে সকাল থেকে আমার পেটে কিছু পড়েনি তা জানিস্? পেটের ভেতর আগুণ জলছে। তার কী?

হরে। কিছু ভাববেন না। আমি ঠিক তাগ বুঝে আপনাকে ভেতরে ডেকে নিয়ে আসবো।

[দুজনের দুদিকে প্রস্থান]

[মহা আনন্দে লাফাইতে লাফাইতে হরগোবিন্দের প্রবেশ

হরগোবিন্দ। (চীৎকার করিতে করিতে) জয়—বিজ্ঞানের জয়! অদ্ভুত! আশ্চর্য্য!! Miracle!!! আমি শুনতে পাচ্ছি—চমৎকার শুনতে পাচ্ছি। Electro-Galvano-Acoustic Hearing Aid জিন্দাবাদ! ওরে! আমার যেন নতুন কোরে জন্ম হল। জয় বিজ্ঞানের জয়! আমি আর কালা নই—আমি আর কালা নই!!

[উত্তেজনা কমিয়া আসিল। হরগোবিন্দ বাবু একটু সুস্থির হইয়া পায়চারী করিতে লাগিলেন]

উঃ। কালা হওয়া কী ঝকমারী। অমন অভিশাপ মানুষের জীবনে আর বোধ হয় নেই। কালারা অভিশপ্ত—তারা সমাজের আবর্জ্জনা। তাদের প্রশ্রয় দিতে নেই। তাতে সমাজের অকল্যাণ হবে—জগতের দুর্গতি বাড়বে। আমি কালাদের ঘৃণা করি—ঘৃণা করি—তাদের ত্রিসীমানা মাড়াই না—

[হঠাৎ কালা অতিথির আবির্ভাব মনে পড়িয়া গেল]

এই সেরেছে! সকাল থেকে একটা বদ্ধ কালা ঘাড়ে চেপে আছে যে। ওটাকে বিদেয় করতে হবে। কী স্পর্দ্ধা লোকটার? বলে কিনা আমার মাধুরীকে বিয়ে করবে! লোফার—রাস্কেল কোথাকার! ঘাড় ধরে বার কোরে দাও। ঘাড় ধরে বার কোরে দাও!!

[ভীষণ জোরে ঘণ্টাধ্বনি]

উঃ। একী বিকট আওয়াজ রে বাবা। কাণ যে ফেটে গেল! কোথায়ও আগুণ লাগলো নাকি? দমকলের ঘণ্টা বাজছে?

[দৌড়িয়া জানলার ভিতর হইতে চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন]

না—ধোঁয়া বা লোকের ভীড় তো দেখা যাচ্ছে না। ওঃ—বুঝেছি। আমাদের হরের কীর্ত্তি। খাবারের ঘণ্টা বাজান হচ্ছে। য়্যাঁ! এই রকম বিকট আওয়াজ রোজ করে। বাগান বাড়ী তাই রক্ষে। সহরের ভেতরে হলে পাশের বাড়ীর লোকেরা তেড়ে আসতো। (পুনরায় বাহিরে দেখিতে দেখিতে) আরে—ওই সেই কালা জঙ্গলীটা নয়? দেখ—দেখ একবার। ঘণ্টার আওয়াজে লোকের কাণে তালা লেগে গেল আর ও বেটা মুখ তুলে একবার চাইলে না? উঃ! কী বদ্ধ কালা লোকটা। দিই—দিই গলা ধাক্কা? আমায় ঠকিয়ে অর্দ্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যে লাভ করতে এসেছে বেটা জোচ্চোর! দেখাচ্ছি মজা। হরে—হরে—হরে—

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

হর গোবিন্দ বাবুর বাটীর ডাইনিং রুম।

—:*:—

ঘরের মধ্যস্থলে খাইবার টেবিল (Dining Table)। চারিখানি গদি-মোড়া ঝকঝকে চেয়ার টেবিলটার দুইদিকে সজ্জিত। দক্ষিণ দিকে একটি সাইড বোর্ড। তাহার উপরের থাকটি খালি। নীচের থাকে সুশ্রী চিনা মাটির খাইবার বাসন (Dinner Set) সাজান। বামদিকে দুখানা

নড়বড়ে বেমেরামতি পুরান চেয়ার গাদা করিয়া রাখা আছে। জিনিষপত্র সৌখীন ও দামী কিন্তু অগোছাল। দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে বাটীতে গৃহিণী নাই। সেই জন্য কেমন যেন বিশৃঙ্খল ভাব।

[উত্তেজিত ভাবে হরগোবিন্দ প্রবেশ করিলেন। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন—]

হরগোবিন্দ। হরে—হরে—

[হরে সুপের পাত্র লইয়া প্রবেশ করিয়া খাবার টেবিলে রাখিল ও টেবিলে তিনজনের জন্য ডিস, প্লেট, চামচ ইত্যাদি সাজাইতে লাগিল।]

হরগোবিন্দ। হরে—! ওঃ! তুই ও কানে শুনতে পাস না। অত কালা চাকর নিয়ে আমার চলবে না বাবু।

[কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া]

হরে—

[হরে চমকাইয়া উঠিয়া অত্যন্ত বিরক্তির সহিত]

হরে। দুত্তোর! দেখ একবার বুড়োর গলাবাজি। ডিস্‌টা গিয়েছিল আর একটু হলে। কবে তুমি পটোল তুলবে বুড়ো সয়তান! আমি নিশ্চিন্ত হব।

হরগোবিন্দ। আরে, এ কাকে বলছে এ কথা? আর কেউতো নেই এখানে? এঃ! বেটার দেখি আবার আপন মনে বক্ বক্ করবার অভ্যেস রয়েছে। একেবারে সর্ব গুণের ঢেঁকি! (উচ্চৈস্বরে) এই হরে! তিন জনের খানা সাজাতে হবে না—তোর দিদিমণিকে ভেতরের ঘরে খাবার দিগে যা। তাকে বলবি বাইরের একজন লোক এখানে আছে। তার এখানে আসবার দরকার নেই। আমার আর সকাল বেলার সেই চোট্টা কালা ভূতটার খাবার এই টেবিলে দে।

হরে। আরে মোল যা! মিনিটে মিনিটে মতলব বদলাচ্ছেন। যমের অরুচি! একটু আগে ভদ্রলোককে করা হল জামাই আদর, খাতির করে খাওয়ান হল কফি, কেক, আইসক্রীম। আর এখন সে হল চোট্টা, কালা, ভূত! এ বুড়ো বেটাকে বায়াত্তুরে পেয়েছে—এবার যাবে গোভাগাড়ে। (উচ্চৈস্বরে) স্যুপ দেওয়া হল হুজুর। আমি সকালের বাবুটিকে পাঠিয়ে দিইগে।

(প্রস্থান)

হরগোবিন্দ। বটে! এ বেটা দেখি দুমুখো সাপ। গলা চড়িয়ে জাহিব কর যেন কত নিমকের চাকর আমার, আর চুপি চুপি এমনি খিস্তি চালাও তুমি আমাব ওপর? উঃ! এই লোককে নিমকেব চাকর মনে করে পেনসন্ দেবার ব্যবস্থা কর্‌ছিলাম? এ বেটা একেবারে মেকী—কোন দিন একা পেয়ে গলায় ছুরি দেবে। আর নয়—আজই বিদেয় করছি।

(নরেন প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া—)

আর তোমাকেও।

নবেন। আরে বাঃ! এ যে খানা তৈরী! ধড়ে প্রাণ এলো বাবা। পেটের ভেতর যেন আগুণ জলছে। আঃ!

হরগোবিন্দ। হুঁ! পেটে তোমার জ্বালা ধরেছে, তাই আমার অন্ন ধ্বংসাবে, না? খানা খাওয়াচ্ছি তোমায়, কালার সর্দ্দার। ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি—না? কী ঝকমারী করেই তোমায় খেতে বলেছি! এখন বিদেয় করতে পারলে বাঁচি।

নরেন। এর মানে কী? এর কী মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি!

হরগোবিন্দ। আমার মাথা খারাপ, নচ্ছার বেটা! দাঁড়াও, নগদা বিদেয় কচ্ছি তোমায়—চোট্টা কোথাকার!

নরেন। হল কী? কাকে এমন চোখো চোখো বুলি শোনাচ্ছে? আর কেউ ত নেই এখানে?

হরগোবিন্দ। (উচ্চৈস্বরে) আসুন, আসুন। খানা তৈরী। (নিম্নস্বরে) ভগবান করুন, সব যেন একেবারে অখাদ্য হয়। (উচ্চৈস্বরে) বসুন।

[নরেন ক্ষুধায় কাতর হইয়া ও উপস্থিত সুযোগ পরিত্যাগ না করিতে কৃতসংকল্প হইয়া একটি গদিমোড়া সুদৃশ্য চেয়ারে বসিতে গেল। হরগোবিন্দ তার হাত ধরিয়া টানিয়া বাধা দিলেন।]

হরগোবিন্দ। না, না, ওটাতে নয়। ওটা এখানকার সবচেয়ে ভাল ও দামী চেয়ার, ওটা আপনাব জন্যে নয়। আপনাব জন্যে—

[একটা নড়বড়ে ভাঙ্গা চেয়ার গাদার মধ্য হইতে আনিয়া টেবিলের সামনে বসাইয়া]

এই—এইটে। বসুন। (নিম্নকণ্ঠে) খাও একটা আছাড়। দেখে চোখ জুড়োক।

নরেন। এ ব্যাপার কী? আমার কালা সাজার ফিকির ধরে ফেল্লে নাকি? ভারী দুর্ম্মুখ তো লোকটা!

হরগোবিন্দ। (উচ্চৈস্বরে) বসুন—ভাবছেন কী? (নিম্নস্বরে) দুমিনিটেই পাছা চড় চড় করবে—দেখনা।

নরেন। এমন বিশ্রী ব্যাপার আর দেখিনিতো। এর হঠাৎ হল কী? নিজে যেচে নেমতন্ন করে এখন অপমান করতে সুরু করলে কেন!

হরগোবিন্দ। য়্যাঁ—কী বল্লেন?

নরেন। হ্যাঁ—এই ধন্যবাদ—ধন্যবাদ।

[চেয়ারটাতে বসিতেই পতনোন্মুখ হইল। অতি কষ্ট সামলাইয়া নিম্নস্বরে]

চাষা, ছোটলোক। বলে কিনা ওর মেয়েকে বিয়ে করতে! একটা জানোয়ার হবে আমার শ্বশুর?

হরগোবিন্দ। (নিম্নকণ্ঠে) তোমার শ্বশুর! ছিঁচকে চোর বেটা! রাস্তার একটা ঝাড়ুদারকে আমি জামাই করবো? (উচ্চৈস্বরে) বসুন, বসুন। (নিম্নস্বরে) দু-মিনিটের বেশী টিঁকতে হবে না।। একে ভাঙ্গা—তায় ছারপোকায় ভর্তি।

নরেন। ধন্যবাদ। (নিম্নকণ্ঠে) দাগা ষাঁড! বুনো মোষ।

হরগোবিন্দ। (নিম্নকণ্ঠে) দাগা ষাঁড়? বুনো মোষ? দেব নাকি গলাধাক্কা?

নরেন। ছিঁচকে চোর? ঝাড়ুদার? দেব নাকি এই ভাঙ্গা চেয়ার দিয়ে এক ঘা?

[নিমেষে দুজনে পরস্পরের কথা শুনিতে না পাওয়ার ভান করা ভুলিয়া যাইয়া ক্রোধের বশে পরস্পরকে আক্রমণ করার উদ্যোগ করিলেন। এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে হরে দুইটা ঢাকনি দেওয়া বড় পাত্র দুহাতে লইয়া প্রবেশ করিল ও সাইডবোর্ডে রাখিল। উহাকে দেখিয়াই দুই হবু যুদ্ধমান বীর সম্বিৎ পাইলেন ও পুনরায় উপবেশন করিলেন। হরে সুপের পাত্র হইতে দুজনের ডিসে সুপ ঢালিয়া দিল। দুইজনে আহারে প্রবৃত্ত হইলেন।]

হরগোবিন্দ। আরে দূর! এ যে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে রে হবে—অখাদ্য। বেশ! ঢাল্—ঢাল্ সবটা এই লোকটার ডিসে। নেড়ী কুত্তার মত চট্ চট্ করে জিব দিয়ে চাটুক।

নরেন। (দাঁত কিড়িমিড়ি করিতে করিতে হরেকে নিবারণ করিয়া) থাক্ থাক্। যথেষ্ট হয়েছে। (নিম্ন কণ্ঠে) বুড়ো শুয়ার।

হরগোবিন্দ। কী? বুড়ো শুয়ার? আমার বাড়ী বসে আমাকেই গালাগালি? দিই সুপের ডিস্‌টা বেটার মাথায় ঢেলে।

[ক্রোধে অধীর হইয়া হরগোবিন্দ সুপের ডিস হাতে উঠাইলেন। নরেন ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া ক্রোধে জ্ঞান শূন্ত হইল ও খানা খাইবার একখানা ছুরি দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। হরগোবিন্দ নরেনের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া উপস্থিত চাপিয়া যাইলেন এবং উচ্চকণ্ঠে হরেকে ডাকিলেন। হরে সাইড বোর্ডের পাশে দাঁড়াইয়া ছিল—অগ্রসর হইয়া আসিল।]

হরগোবিন্দ। হরে—নে সুপের ডিস নে। এঁর দেখছি এখনও খাওয়া শেষ হয়নি। তা হকৃগে। নে—তুই তুলে নে।

[হরে সুপের ডিস তুলিয়া নিল। নরেন বাধা দিল। হরে জোর করিয়া ডিস্‌টা টানিয়া লইল এবং কতকটা সুপ টেবিলে ও কতকটা দুজনের গায় ছড়াইয়া পড়িল। দুইজনেই দাঁড়াইয়া উঠিয়া রুমাল দিয়া নিজের নিজের মুখ সাফ করিতে লাগিলেন ও বিড় বিড় করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য তঁাদের মেজাজ একেবারে সপ্তমে চড়িয়া গেল। হরে কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া দুজনের সামনে দুটা নূতন ডিস বসাইয়া দিল এবং সাইড বোর্ড হইতে ঢাকা দেওয়া পাত্র দুটি টেবিলের মধ্যস্থলে রাখিয়া হাঁকিল—]

হরে। এই পোলাও। আর এই মুরগীর রোষ্ট, আলু, আর বাঁধা কপি সিদ্ধ।

নরেন। মুরগীর রোষ্ট! পোলাও!! আঃ!!!

হরগোবিন্দ। খাওয়াচ্ছি মুরগীর রোষ্ট তোমায়, নেড়ী কুত্তা কোথাকার। (সমস্ত মুরগীটা নিজের ডিসে তুলিয়া লইতে লইতে) সমস্ত মুরগীটা আর আলুগুলা আমি নিলুম। রইলো তোমার জন্যে এই বাঁধা কপি সিদ্ধ।

নরেন। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া ও ডিসটা ধরিয়া) আরে কী করেন—অন্ন একটুও রাখুন আমার জন্তে। একি রকম ব্যাভার আপনার? যেচে নেমতন্ন করে—

হরগোবিন্দ। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) হরে—হরে—বাবুটির খিদে নেই।

নে—ওঁর প্লেট তুলে নে। আমার প্লেটটাও তুলে নিয়ে শোবার ঘরে রেখে আয়। রাত্তিরে খাব।

[হরে দুটো প্লেটই তুলিয়া লইল। নরেন হতাশ হইয়া ভাঙ্গা চেয়ারটিতে বসিয়া পড়িতেই চেয়ারখানা মড়্‌মড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। নরেন মেঝেতে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। হরগোবিন্দ নরেনের দুর্দশা দেখিয়া উচ্চৈস্বরে হো-হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। হরে হাতের প্লেট দুটো সাইডবোর্ডে রাখিয়া তাড়াতাড়ি নরেনকে উঠাইল।]

হরে। আহা! লেগেছে নাকি? উঠুন—উঠুন। ঘাবড়াবেন না। কত্তা আপনাকে একটু নেড়েচেড়ে দেখছেন।

নরেন। (গা ঝাড়িতে ঝাড়িতে) ওরে বাপস্‌! এর নাম নেড়ে চেড়ে দেখা!

হরে। একটু মুখ বুজে থাকুন না। বুড়ো মড়ার এখনি সুর বদলে যাবে।

হরগোবিন্দ। (উঠিয়া আসিয়া) তবে রে পাজি হারামজাদা! (পদাঘাত)। বেরো—বেরো এখনি আমার বাড়ী থেকে।

হরে। (মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়া) য়্যাঁ! শুন্‌তে পাচ্ছে?

নরেন। (লাফাইয়া উঠিয়া) য়্যাঁ!! শুনতে পাচ্ছে?

হরগোবিন্দ। (গর্বিতভাবে লম্বা লম্বা পা ফেলিতে ফেলিতে ও বুক ফুলাইয়া) হ্যাঁ! শুন্‌তে পাচ্ছি। পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি। Galvano-Acoustic Hearing Aid এর জয়! এই—এই একটু আগে দিয়ে গেল। (হঠাৎ নরেনের দিকে নজর করিয়া) তাব'লে তোমার ব্যাপার কী হে? তুমিও শুন্‌তে পাচ্ছ নাকি? তোমার তো আর Galvano-Acoustic Set নেই। তবে? তুমি কী সত্যি কালা নও নাকি?

নরেন। (মুখ কাঁচুমাচু করিয়া) আজ্ঞে আমার চৌদ্দপুরুষও কেউ কালা নয়। আপনাদের হাতে পড়ে কালা হতে হয়েছে।

[হরগোবিন্দ নরেন কালা নয় শুনিয়া প্রথমে আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বাস্তবিকই ছেলেটিকে তাঁর বড় পছন্দ হয়েছিল। ওর বধিরত্বের জন্যই সাময়িক বিতৃষ্ণা এসেছিল। তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হইবার আর কোন বাধা নাই দেখিয়া এখন মহা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইলেন।]

হরগোবিন্দ। য়্যাঁ! তুমি কালা নও! জয় ভগবান। তবে তো—তবে তো—

[হঠাৎ নরেনের কুবাক্যগুলা মনে পড়িয়া গেল। হরগোবিন্দ পুনরায় বসিয়া পড়িলেন ও হতাশভাবে বলিলেন—]

নাঃ! তার আর জোটি রাখনি বাবু! যে গালাগালিটা দিলে আমায় বাড়ীতে বসে।

নরেন। আজ্ঞে—মস্ত ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু আমার দোষ কী? একটু ভেবে বলুন—আমারও রাগ করবার যথেষ্ট কারণ আছে কিনা। সকাল থেকে আমি উপোস করে আছি। যেচে নেমতন্ন করে খেতে বসিয়ে আপনি আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিলেন—তার ওপর কত গালাগালি কল্লেন। তাইতে মেজাজ বিগড়ে গিয়ে—আপনি আমায় মাফ করুন।

হরগোবিন্দ। (ইতস্ততঃ করিতে করিতে) উঁহু! সে কী করে হতে পারে? তুমি আমায় দাগা ষাঁড় বলেছ—বুনো মোষ বলেছ। আচ্ছা—(মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে)—হাঁ! রাজি আজি—মাফ করতে পারি। নাও—নাও তোমার গালিগালি ফিরিয়ে।

নরেন। আজ্ঞে, এই জোড় হাত করে ফিরিয়ে নিলুম।

[পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল]

হরগোবিন্দ। (সস্মিত মুখে নরেনকে উঠাইয়া ও তাহার দিকে চাহিয়া) হুঁ! চেহারাটা কার্ত্তিকের মত। জামাই হবার উপযুক্ত বলেই মনে হচ্ছে। হুঁ! তোমার পরিচয়টা এবার দাও তো বাপু!

নরেন। আপনি আবার বাবাকে বোধ হয় চিনবেন। আমি রায় বাহাদুর যোগেশ চন্দ্র ভাদুড়ির ছেলে। এবার এম্‌-এ পাশ করেছি। সকাল বেলা বন্দুক ঘাড়ে করে শীকার করতে বেরিয়ে এই বিপত্তি।

হরগোবিন্দ। (উৎসাহে লাফাইয়া উঠিয়া) য়্যাঁ! তুমি ভাদুড়ি মশায়ের ছেলে? বাঃ! বাঃ!! এ যে অদ্ভুত যোগাযোগ দেখছি। তোমার বাবার কাছে যাবার সব ঠিক ঠাক্ কচ্ছিলুম কন্যাদায় থেকে যাতে তিনি আমায় উদ্ধার করেন। হঠাৎ এই কালা হয়ে গিয়ে সব চাপা পড়ে গেল। আর সেই তুমি যেন আকাশ থেকে আমারই বাড়ী এসে উপস্থিত! সব ভবিতব্য, বাবাজী, সব ভবিতব্য। হাঃ হাঃ হাঃ! শোধ বোধ ও হয়ে গেছে, কী বল? আমি ও ছেড়ে কথা কইনি। জানোয়ার, ঝাড়ুদার—নেহাৎ ছেড়ে কথা কইনি। হাঃ হাঃ হাঃ। তা শোধ বোধ হয়ে গেল—কী বল?

হরে। (ঘরের প্রান্ত হইতে) আজ্ঞে হুজুর, সবই যদি শোধ বোধ হয়ে গেল, তাহলে এবার উঠি?

হরগোবিন্দ। উঁহু! তোমার সঙ্গে কিছুই শোধ বোধ হয়নি বাপু। তুমি তোয়ের হও—এখনি এখান থেকে বিদেয় হতে হবে।

নরেন। আজ্ঞে। একটু ক্ষমা ঘেন্না করে নিন্। না হয় ওকে আমায়—এই—যৌতুক দিন।

হরগোবিন্দ। বেশ বলেছ। হাঃ হাঃ হাঃ। দিব্যি বলেছ। হরে, জামাইবাবু তোকে যৌতুক চাচ্ছেন। তবে আর কথা কী! নে—ওঠ। শীগগীর থানা সাজিয়ে দে আবার। দেখছিস নি—জামাইবাবু

সকাল থেকে না খেয়ে আছেন। শেষে ভীরমি যাবেন যেরে।
শীগগীর! এস বাবা—খেতে বসবে এস।

[দুজনে পুনরায় টেবিলে আহারে বসিলেন। হরে হাসিমুখে পরিবেশন করিতে লাগিল।]

যবনিকা।

দা'ঠাকুরের হোটেল ।

চরিত্র।

বাবুল—দশম শ্রেণীর ছাত্র।

খেঁদু
হেবো
ফটকে } —তিন জন বৃদ্ধ অন্ধ ভিখারী।

কার্ত্তিক দা—দা'ঠাকুরের হোটেলের মালিক।

মহিম ভট্টাচার্য্য—কালী মন্দিরের পুরোহিত।

হোটেলের বয়—(৩ জন)।

* খরিদদারগণ (অন্ততঃ ৪।৫ জন)।

* ক্লাবের ছেলেরা (অন্ততঃ ৬ জন)।

মন্দিরের চত্বরে সমবেত পূজার্থী ও যাত্রীর দল (অন্ততঃ ৬ জন)।

বৈষ্ণব ভিখারী।

---

* দ্বিতীয় দৃশ্যের প্রথমাংশ পরিত্যক্ত হইলে, প্রয়োজন নাই।

দা' ঠাকুরের হোটেল।

——————ঃঃ*ঃঃ——————

প্রথম দৃশ্য

রেলষ্টেশনের বাহিরে সহরে যাইবার রাস্তা।

[সবে মাত্র প্রভাত হইয়াছে। প্রথম ট্রেণ কলিকাতা হইতে পৌঁছিল। যাত্রীরা ষ্টেসন হইতে বাহির হইয়া সহরের দিকে যাইতেছে। দশম শ্রেণীর ছাত্র বাবুল ষ্টেসন হইতে বাহিরে আসিল। তাহার হাতে একটি হ্যাণ্ড ব্যাগ। জন দুই রিক্সওয়ালা তাহাকে ধরিল। বাবুল জোর করিয়া তাহাদের হাত ছাড়াইতে লাগিল।

বাবুল মাত্র পনর বৎসরে পড়িয়াছে। পূজার ছুটিতে মাসীর বাড়ী বেড়াইতে যাইতেছে। মনে খুব উৎসাহ ও আনন্দ। রিক্স গাড়ীতে চড়িতে তার প্রাণ চাহিতেছেনা। প্রভাতের মিষ্টি রৌদ্রে এই পথ টুকু হাঁটিতে হাঁটিতে সে যাইবে।]

বাবুল। দুত্তোর রিক্‌স। বেরুতে না বেরুতেই ছিনে জোঁকের মতন ঘিরে ধরল। হামি রিক্‌স্ মে নেই উঠেগা—চলা যাও। হামি পাঁওদল নাচতে নাচতে আর গান করতে করতে মাসীর বাড়ী যায়ে গা। তোম লোক দোসরা যাত্রী পাকড়ো। এই দেখ্‌তা হায়—হাঁমার পাশ সিকি পয়সা নেই হায়। (পকেট দেখাইল) এক দম খালি—ফাঁক—গড়ের মাঠ। দেখতা হায়?

[রিক্সওয়ালারা বেগতিক দেখিয়া অন্য শীকারের সন্ধানে চলিয়া গেল। বাবুল খুব হাসিতে লাগিল।]

কেমন ঠকিয়েছি। আমার সঙ্গে চালাকি? আমরা হলুম কলকাতার ছেলে!

[জনৈক পথচারীকে উদ্দেশ করিয়া]

হাঁ মশাই, মুচকুন্দপুর কোন রাস্তা ধরে যাব?

পথিক। মুচকুন্দপুর? এই সোজা গিয়ে ডাইনে মোড় নেবে। হাঁ, সেখানে কার বাড়ী যাবে ছোকরা?

বাবুল। সেখানে শ্রীনাথ উকিল বাবুর বাড়ী যাব। আমার মেশোমশাই। জানেন? কী ধূমধামের পূজো মাসীমার বাড়ী! খুব হৈ হৈ করা যাবে। ক্যাবলা—হরে—বেণ্টু—সব জুটবে কি না? ওই জন্যেই তো কলকাতার সার্ব্বজনীন ছেড়ে এই পাড়াগাঁয়ে মেড়া হতে চলেছি। খুব মজা হবে' খন। মাসিমা পূজোয় খুব ঘটা করেন—জানেন? পাঁচ পাঁচটা পাঁঠা বলি, থিয়েটার—আবার এবার নাকি কলকাতা থেকে কারিগর গিয়ে বাজী পোড়াবে। উঃ—কী আনন্দটাই হচ্ছে আমার। ধিন্‌তা ধিনা—পাকা নোনা—ধিনতা ধিনা—

(নৃত্য)

পথিক। ও বাবা! এ আচ্ছা ছেলে তো! কথা চালিয়েছে যেন তুফান মেল চলেছে। আর ফূর্ত্তির চোটে রাস্তার ওপরেই নাচতে লেগে গেল। বলি ও ছোকরা—কলকাতা ছেড়ে পাড়াগেঁয়ে যে আসছ, ভাল লাগবে তো? এখানে বন বাদাড়ে বাঘ থাকে, বাঁশ ঝাড়ে শাকচুন্নি থাকে, বিছানার ওপর কেউটে সাপ থাকে।

বাবুল। থাকুক। আমি কলকাতার ছেলে, আমি ওসব পরোয়া করি? আমার বাক্সে একটা air-gun আর তিনটে গুলতি, জানেন? ও সাপ, ব্যাং, বাঘ, ভাল্লুক, আমি 'ধাঁই ধাঁই' করে নস্যি করে দেব—জানেন? আমি Northern Seminaryতে 10th class এ

পড়ি—জানেন? মিষ্টার বিনোদ হাজরা M. A., B. T. আমাদের হেডমাষ্টার। বাবা বাড়ী থাকলেই Geometry নিয়ে বসবেন, তাই মাসীর বাড়ী পালাচ্ছি। এই দেখুন না—রাস্তায় বেরুতে না বেরুতে ওই cadaverous রিক্সাওয়ালা গুলো ঘিরে ফেল্লে—এ বলে আমার গাড়ীতে চড়ুন, ও বলে আমার গাড়ীতে চড়ুন। কেন মশাই? আমি কলকাতায় ট্যাক্সি ছাড়া চড়িনা, এখানে ঐ পচা রিক্স তে চড়বো কেন? একটু খোলা রাস্তায় হাঁটব, তা যতসব তীর্থির কাক! আমায় ধ'রে টানাটানি! দিলুম এক থাপ্পড়—ঠিকরে পড়লো সব। জানেন—আমি বিষ্ণুদার gymnasium এ একসাইজ করি? Wellington square এ boxing লড়ি? দেখবেন—দেখবেন একটা volley র জোর? —দাঁড়ান—ঘুরে দাঁড়ান—one, two, three—

পথিক। থাম, বাবা, থাম। আমি গরিব কেরাণী, পুঁটি মাছের প্রাণ—আমি তোমার ও volley সইবো কী করে? তুমি এই রাস্তা দিয়ে এগোয় বাবা—আমি ওদিকে যাব। (বিপরীত দিকে ফিরিয়া) বাবা! ছেলে নয়ত বিচ্ছু! যঃ পলায়তি স জীবতি।

[প্রস্থান]

বিটুল। ওঃ—কী মজা লাগছে—জেলখানার কয়েদী ছাড়ান পেয়ে তাজা হাওয়ায় আর মিষ্টি রোদে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে—শরীরের ভেতরটা যেন শির্ শির্ করে উঠছে।

(উচ্চৈস্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিল)

Under the greenwood tree
Who loves to lie with me,
And turn his merry note
Unto the sweet bird's throat,
Come hither, come hither, come hither :

(গান গাহিতে গাহিতে বৈষ্ণব ভিখারীর প্রবেশ)

গান

ওমা নন্দরাণী গো—
আমাদের প্রাণ কানাইকে সাজিয়ে দে মা গোঠে যাই ॥
ওমা সূর্য্যি মামা দেছে দেখা—বাড়ছে বেলা,
আর দেরীতে কাজ নাই ॥

ভাই কানাই হবে গোঠের রাজা, নাচবে তালে তালে,
রাঙ্গা পায়ে সোনার নূপুর বাজবে মধুর বোলে।
বন ফুলের মালা গলায় দুলবে তাথই থই,
ভাই কানাইকে সাজাইয়ে দেনা, গোঠে চলে যাই ॥
দেনা মাথায় মোহন চূড়া ময়ুর পাখায় ছেয়ে,
ঝুলিয়ে দে মা পীতধড়া সোনার কাঠি দিয়ে।
(দেমা) ননীর হাতে মোহন বেনু সোনার নূপুর পায়,
ভাই কানাইকে সাজিয়ে দে মা গোঠে চোলে যাই ॥

জয় রাধে কৃষ্ণ ! বোষ্টম ভিখিরিকে ভিক্ষে দাও বাবা।

বাবুল। বারে বা ! বেশ গাও তো তুমি বাবাজি। এমন গলা তোমার, এমন গান, কলকেতায় যাও না কেন ? পায়ের ওপর পা দিয়ে খেতে পরতে পারবে।

বৈষ্ণব। আস্তানা আর ঠাকুর সেবা ছেড়ে কোথায় যাব বাবা ? এইখানেই থাকতে হবে, যা করেন গৌর হরি। কিছু দেন ত দিন বাবু।

বাবুল। বড় ভাল লাগল তোমার গান। এই নাও।

(পয়সা দিল)

বৈষ্ণব। তোমার সুমতি হোক বাবা।

(প্রস্থান)

বাবুল। সুমতি হবে কি কুমতি হবে তা তো বলতে পাচ্ছি না এখনও। কুমতিটাই আসে বেশী করে, এই হয়েছে দায়।

[দূর হইতে আওয়াজ আসিতে লাগিল—
নেপথ্যে তিন জনের গলা—"কানা অন্ধকে ভিক্ষে দাও বাবা"।]

বাবুল। এই দেখ! এবার দলকে দল তেড়ে আসে যে। আরে, বেছে বেছে আমাকেই সব শিকার ঠাওরালে নাকি? না—গতিক সুবিধে নয়—এই দিকেই আসছে বটে! আচ্ছা! এবার কিন্তু জব্দ হবে, বলে দিচ্ছি!

[তিন জন অন্ধ ভিখারী একত্রে প্রবেশ করিল। তিন জনেই বৃদ্ধ। লম্বা সাদা দাড়ি বুকের উপর লুটাইতেছে। বেশ হৃষ্ট পুষ্ট মাংসল দেহ। লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া ও বুক চিতাইয়া লাঠি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে ইহারা প্রবেশ করিল। সকলের ডান হাতে লাঠি ও বাঁ হাতে একটি এলুমিনিয়মের ছোট বাটি। হাঁসা হাঁসি করিতে করিতে উহারা অগ্রসর হইতেছে ও মাঝে মাঝে সমস্বরে হাঁকিতেছে—"কানা অন্ধকে ভিক্ষে দাও বাবা।"]

বাবুল। ও বাবা। এ যে খুব সৌখীন ভিখিরী দেখছি। বেজায় ফুর্তি—চেহারাও দিব্যি গোলগাল। অন্ধ সেজে বেটারা লোক ঠকায়। দাঁড়াও—জব্দ কচ্ছি তোমাদের।

[জুতা ঠক ঠক করিতে করিতে বাবুল অন্ধদের দিকে অগ্রসর হইল। তাহার পায়ের শব্দ শুনিয়াই ভিখারীরা এক পার্শ্বে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া এলুমিনিয়মের বাটি গুলা সামনে বাড়াইয়া দিল ও সমস্বরে হাঁকিল—]

অন্ধরা একত্রে। কানা অন্ধকে ভিক্ষে দাও বাবা।

বাবুল। আহা! বুড়ো মানুষ তোমরা, কী কষ্ট তোমাদের! এই বয়সে রোদে আর জলে এই রকম ছুটি অন্নের জন্যে ঘুরতে হচ্ছে।

প্রথম অন্ধ। হেঁই বাবা! অদেষ্ট বাবা! হেঁ—ই—বাবা।

(ক্রন্দন)

বাবুল। আহা কেঁদো না। অদেষ্ট বৈকী। দুঃখ কোরে কী করবে। তা দেখ, আজকের মতন আর তোমাদের দুঃখু-ধান্দা করে দরকার নেই। দেখি কী আছে আমার কাছে।

[ভিখারীরা উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইল। বাবুল পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া খুলিয়া দেখিল ও হতাশ ভাবে মাথা নাড়িল]

বাবুল। তাইতো। খুচরো কিছু নেই তো! তোমাদের কাছে দশ টাকার নোটের ভাঙ্গানি হবে? তাহলে এক একটাকা করে তিন টাকা কেটে নাও তোমরা। সাত টাকা আমায় ফিরিয়ে দাও। এই দশ টাকার নোট।

দ্বিতীয় ভিক্ষুক। নোটের ভাঙ্গানি কোথায় পাব বাবা। দশ টাকার নোট কখনও হাতে করিনি বাবা।

বাবুল। আহা! তা থাকগে। তোমাদের নাম করে বার করেছি যখন, ও নোট আমি আর রাখছিনি। নাও—তোমরা পুরো দশ টাকাই নাও। আহা! সামনে পূজো! তোমাদের ও তো একটু আমোদ আহ্লাদ চাই।

[বাবুল নোটটা উহাদিগকে দিবার ভান করিয়া পুনরায় সেটি নিজের পকেটে চুপি চুপি রাখিয়া দিল। ভিখারীরা বাস্তবিকই অন্ধ। তাহারা কিছুই দেখিতে পাইল না। তাহারা মনে করিল তাহাদের কোন সঙ্গীর বাটিতে নোটটি পড়িয়াছে।]

বাবুল! হ্যাঁ। সাবধানে রেখে দাও। তোমরা ওটা নিজেরা ভাগ করে নিও। আমি চল্লুম।

অন্ধেরা সমস্বরে। জয় জয়কার হোক বাবা। ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হোক। দাতাকর্ণ বাবা। রাজা হও বাবা।

[খট্ খট্ জুতার আওয়াজ করিতে করিতে বাবুল গা ঢাকা দিল]

প্রথম অন্ধ। ওরে ভাই খেঁদু। কার মুখ দেখে আজ উঠেছিলুম রে। অনেকদিন যে এমন দাঁও হাতে আসেনি। জয় বাবা দাতাকর্ণের জয়।

দ্বিতীয় অন্ধ। আঁধারের মুখ দেখে উঠেছ, আবার কার? চোখে দেখতে পাওনা ফুর্ত্তির চোটে তা ভুলেই গেলে দাদা। হাঃ হাঃ হাঃ। দাতাকর্ণ না ছাই! নেহাৎ বেকুব একটা কোন বড়লোকের পুষ্যি-পুত্তুর। খেয়াল হোল—দিলে দশ টাকার নোট একখানা।

তৃতীয় অন্ধ। দেখ হেবো, বেইমানি করিসিনি। ধম্মে সইবে না, বলে দিচ্ছি। দাতার গুণ গাইতে হয়। এখন যা বলি শোন। নোটটা এখনি ভাঙ্গিয়ে ভাগাভাগি করবার দরকার নেই। তার চেয়ে চল্ দা'ঠাকুরের হোটেলে ঢুকে পড়ি সন্ধ্যেবেলা। অনেকদিন ভাল মন্দ কিছু পেটে পড়েনি। আজ যখন বেশ একটা দাঁও জুটে গেল, চল—এক নম্বর চালাইগে।

প্রথম অন্ধ। বেশ বলিছিস ভাই। এখন চল ডেরায় যাই। যা শাক পাত আছে একটু দাঁতে কেটে থাকা যাক। সন্ধ্যের সময় ফাঁসীর খাওয়া হবে'খন, কী বলিস? হাঃ হাঃ হাঃ।

দ্বিতীয় অন্ধ। ভ্যালা মোর দাদারে! এই না হলে বুদ্ধি! চল —এখন ডেরাতেই ফিরি।

তিনজন একত্রে। কাণা অন্ধকে ভিক্ষে দাও বাবা।

[তিনজনে লাঠি ঠক ঠক্ করিতে করিতে চলিয়া গেল। বাবুল অন্তরাল হইতে পুনঃপ্রবেশ করিল]

বাবুল। কী রকম হল ? এরা থটকা লাগিয়ে দিলে যে। বুড়োরা সত্যি সত্যি অন্ধ নাকি ? ভিক্ষে দেবার ছলা করে যে ভাঁওতা দিলুম তা বুঝতে পারলেনাত' ? নোটটা খরচ করে একেবারে খানাপিনা করতে চল্লো যে। সর্ব্বনাশ ! মজা করতে গিয়ে শেষে খুন খারাপি হবে নাকি ? রইলো বাবা এখন মাসীর বাড়ী যাওয়া—এদের পিছন পিছন যেতে হল। নজর রাখতে হবে।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দা'ঠাকুরের হোটেলের বড় হল ঘর

—*:•:*—

[কার্ত্তিকদার দা'ঠাকুরের হোটেল ষ্টেসনের ও কাছারির মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিয়া জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ পরিচিত। উপরন্তু ভেজাল হীন তাজা দ্রব্যাদি দ্বারা প্রস্তুত খাদ্যাদিই এখানে পরিবেশন করা হয় বলিয়া হোটেলটির খ্যাতি আছে। এদিকেও হোটেলটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। নীচে বসিয়া খাইবার জন্য ওই বড় হলটি। থাকিবার জন্য কামরা ও পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে এই হোটেলটি সর্ব্বদাই কর্ম্মমুখরিত থাকে ও জনসমাগমে গম্ গম্ করে।

সাজ সজ্জার মধ্যে হলঘরে ছোট টেবিল চারিটা ও মধ্যস্থলে একটি বড় টেবিল। প্রত্যেক টেবিলের সামনে ও পিছনে যথোপযুক্ত চেয়ার বসান। বাম দিকে তক্তপোষে চাদর পাতা। তাহার উপর ক্যাস বাক্স ও মিমো স্লিপ লইয়া কার্ত্তিক দা অধিষ্ঠান করেন। পাশে হিসাবের খাতা পত্র ও একধারে দোয়াত কলম ও লিখিবার সরঞ্জাম।

সন্ধ্যার সময় হল ঘরের চারিটি টেবিলই ভর্ত্তি। আহারার্থীগণ আহার করিতেছেন। চতুর্দ্দিকে কর্ম্মব্যস্ততা।]

[১ম বয়। এক নম্বরে ডবল মামলেট।

২য় খরিদ্দার। ওহে দাওনা ডেভিল একটা। কতক্ষণ বসবো।

২য় বয়। এই যে হল বাবু। ৩ নম্বরে এক কাপ চা।

(চা রাখিয়া দিল। খরিদ্দার মূল্য দিল)

৩য় খরিদ্দার। এই বয়! খালি চা কী? আমার ট্রেণের সময় হল। শিগ্‌গীর মটনকারী আর আর পরোটা।

৩য় বয়। দিই বাবু। এই গরম গরম ভাজা হচ্ছে।

২য় বয়। (২নং টেবিলে যাইয়া) এই নিন বাবু আপনার ডেভিল।

২য় খরিদ্দার। এত দেরি! নাও—চা আন এক কাপ চট্‌পট্।

২য় বয়। এখনি আনছি বাবু। ২ নম্বরে ডেভিল একটা।

(কলরব করিতে করিতে ক্লাবের ছেলেরা আসিল)

১ম বালক। ওঃ। আঁম্‌ল-মৌরি একেবারে কাৎ—3 to nil! অজ পাড়াগাঁ থেকে এসে আমাদের ট্রফি নিয়ে যাবে!

২য় বালক। কার্ত্তিক দা, গেঁয়ো ভূতদের খুব ঠুকেছি। হিপ্-হিপ হুররে। এই বয়—নিয়ে এস এক কাপ করে চা আর একটা করে কাটলেট। কার্ত্তিক দা—ক্লাবের খরচ।

[মধ্যের বড় টেবিলের চারিধারে বসিল।]

৩য় বয়। (১নং খরিদ্দারের টেবিলে যাইয়া) এই নিন্ বাবু আপনার মটন কারি আর পরোটা।

৩য় খরিদ্দার। কী রকম ? মটনকারি পরোটা ত' আমি চাইলাম !

৩য় বয়। ও—ভুল হয়ে গিয়েছে বাবু। এই নিন্।

(খাস্তের ডিস রাখিয়া দিল)

৩য় খরিদ্দার। দেখছেন ম্যানেজার বাবু, ট্রেণ টাইমে আপনাদের বয়েরা খদ্দের গুলিয়ে ফেলছে।

কার্ত্তিক। ক্যাবলা ! ফের গোল কচ্ছিস্ ? চার আনা জরিমানা।

[৩য় বয় মুখ কাঁচুমাচু করিতে লাগিল। অন্যান্য বয়েরা পরিবেশন করা ও মূল্য লওয়া চালাইতে লাগিল। ক্লাবের ছেলেদের ও চা ইত্যাদি আসিল। খাওয়া শেষ করিয়া তাহারা হৈ হৈ করিয়া উঠিয়া পড়িল।]

১ম বয়। দাম ?—দাম বাবুরা ?

কার্ত্তিক। মদ্না—ঠিক আছে। ক্লাবের খরচ।

[ক্লাবের ছেলেরা চলিয়া গেল। অন্যান্য খরিদার ও অধিকাংশ চলিয়া গেল।]● *

[লাঠি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে তিন অন্ধ ভিখারীর প্রবেশ। কার্ত্তিক দা মুখ তুলিয়া উহাদের দেখিতে পাইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। কোন কিছু মোটা রকম ভিক্ষা পাইলেই তাহারা তাদের 'দা ঠাকুরের' হোটেলে আসিয়া সব খরচ করিয়া যায়। কাজেই খরিদদার হিসাবে কার্ত্তিকদার কাছে ইহাদের মূল্য যথেষ্ট।]

---

* বন্দোবস্ত করিতে অসমর্থ হইলে ● ● (বিন্দুর) মধ্যস্থিত অংশ অভিনয় কালে পরিত্যক্ত হইতে পারে। সে ক্ষেত্রে হল্‌ঘরে ছোট টেবিল গুলার প্রয়োজন নাই। একদিকে ম্যানেজারের তক্তপোষ ও মধ্যস্থলে একটা বড় টেবিল হইলেই চলিবে। টেবিলটির চারি ধারে অন্ততঃ চারি খানি চেয়ার থাকিবে।

কার্ত্তিক। আরে এসো, এসো বুড়ো কত্তারা। অনেক দিন যে আর এদিকে মাড়াওনি। ভুলে গেলে নাকি আমাদের? ভেবেছিলুম পুরোন মিতেরা আমায় ছেড়ে শেষে ওই জোচ্চোর পরাশর কেবিনের হলধর বেটার খপ্পরে বুঝি পড়লো। ও বেটা মরা কুকুর বেড়ালের ঠ্যাং চপ কাটলেট চালায়—সে খবর বুঝি মিতেদের কাণে পোঁছায় নি?

১ম অন্ধ। কী যে বল কার্ত্তিক দা। হেঁ হেঁ হেঁ। তোমায় ছেড়ে ঢুকবো আমরা বাজারের ওই সব ছ্যাঁচড়া কেবিনে? তা নয় দা'ঠাকুর, তা নয়। দিন কাল বড় খারাপ যাচ্ছে এখন দাদা। বড় মন্দা। দাতারা হাত গুটিয়েছেন। তেমন কামাই আর হচ্ছেনা, তা তোমার এখানে আসব কী?

[এই সময়ে বাবুল প্রবেশ করিয়া এক পাশে দাঁড়াইল]

২য় অন্ধ। আজ অনেকদিন পরে কার্ত্তিক দা এক ম্যাড়ারাম আমাদের দুঃখুতে গলে গিয়ে কিছু মোটা রকম খয়রাৎ করে গেল। তাই ওই খয়রাতীর টাকাটায় ভূতের বাপের ছেরাদ্দ করতে এলুম আর কি।

কার্ত্তিক। আহা! দাতা এখনও আছেন বৈকী, নইলে চন্দর-সুয্যি উঠছেন কী কোরে? তোমাদের বাড় বাড়ন্ত হোক ভাই, গতর সুখে থাক। দিল-দরিয়া খানদানী মেজাজের লোক তোমরা, তোমরা কী আর বাজারের ওই নরক-কুণ্ডুগুলোতে গিয়ে কুকুর বেড়ালের ঠ্যাং চিবোতে পার। তা কী রকম হবে আজ?

৩য় অন্ধ। আজ রেস্ত নেহাৎ মন্দ নয় দা'ঠাকুর। টায় টায় দুনম্বর নয়—আজ এক নম্বরই চলুক।

কার্ত্তিক। ভ্যালা মোর ভাইয়ে! সাক্ষাৎ দাতাকর্ণের সামনে পড়েছিলে দেখছি। ওরে—বুড়ো কত্তাদের বসা। এদের আজ এক নম্বর।

[বয়েরা হাত ধরিয়া অন্ধদের বড় টেবিলের তিন দিকে তিন জনকে বসাইয়া দিল।]

(কার্ত্তিক দা বাবুলকে নজর করিয়া—)

কাত্তিক। আসুন। এ মুলুকে আপনাকে নূতন দেখছি। কিছু ইচ্ছে করবেন নাকি ? সব তাজা গরম গরম—আসল ঘিয়ে ভাজা।

বাবুল। দিন এক কাপ চা, আর একটা কাটলেট।

[একটা টেবিলে বসিল। বয় চা ও কাটলেট আনিয়া দিল।] *

১ম অন্ধ। কোথায় গো পরাণের মিতেরা ! বুড়োদের ভুলে গেলে নাকি ? ভাল মন্দ যা আছে সব আজ চাখবো আমরা। এক নম্বর—এক নম্বর—জলদি—জলদি।

(টেবিল চাপড়াইতে লাগিল)

২য় অন্ধ। বড় ফুর্ত্তি লাগছে ভাই। একখানা কালোয়াতি লাগিয়ে দিই। (চিৎকার করিয়া) ওরে—রে—রে—রে।

৩য় অন্ধ। আরে চুপ, চুপ। অত চেল্লালে ধোবা পাড়ার গাধারা নতুন মিতে এসেছে মনে করে চাট্ ঝাড়তে ঝাড়তে ছুটে আসবে।

১ম অন্ধ। আরে চুপ। কার্ত্তিকদার খদ্দেররা তেড়ে আসবে।

২য় অন্ধ। ঈস, আমরা পয়সা দেব না ? তেনারা হুল্লোড় করে না ? যত দোষ আমাদের বেলা ? ওসব হচ্ছে না। না চেল্লালে খিদে বাগাব কি কোরে ?

(বিকট সুরে) ওরে—রে—এ—এ—এ—
ভেবে দেখ মন—ন—ন—
শেষের দিন কী সর্বনেশে—
ওরে মন আমার—র—র—

---

* ছোট টেবিল না থাকিলে বড় টেবিলটার যে ধার খালি আছে সেই ধারে বসিবে।

[কার্তিক দা বিব্রত হইয়া বাক্সে লাঠি ঠুকিতে লাগিলেন। তিন জন বয় দুহাতে দুটা করিয়া ডিস লইয়া বুড়াদের সামনে বসাইয়া দিল।]

১ম বয়। নাও বুড়ো কত্তারা! খানা হাজির। ফুর্ত্তির সময় কী শ্মশান যাত্রীর গান গায়? এসো—এসো—সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

১ম অন্ধ। খানা এসেছে —রে—খানা এসেছে। লেগে যা গুরো।

[ডিস্ গুলার উপরে হুমড়ি খাইয়া পড়িল। অপর দুইজন কাড়াকাড়ি লাগাইয়া দিল।]

২য় অন্ধ। ওরে খেঁদো—সব চাঁপ গুলো একলা সাবড়াস নি।

[অন্ধেরা কাড়াকাড়ি ও ঝটাপটি করিতে করিতে খাইতে লাগিল। কতক ছড়াইয়া পড়িল। জলের গেলাস উলটিয়া পড়িল। বয়েরা ছড়ান খাদ্য গুলা পুনরায় ওদের ডিসে তুলিয়া দিতে লাগিল। চীৎকার ও হুড়াহুড়িতে চারিদিক সর-গরম হইয়া উঠিল।]

বাবুল। (হাসিতে হাসিতে) ওরে বাবা! এর নাম এক নম্বর! সারা মুলুক টের পাচ্ছে যে বুড়োদের আজ উপোসের পারণ চলেছে।

[খাওয়া শেষ করিয়া অন্ধেরা 'হেউ হেউ' করিতে করিতে করিতে হাত ও দাড়ি চাটিতে লাগিল।]

১ম অন্ধ। উঃ! পেট একেবারে ফুটিফাটা হবার জোগাড়। আর নয়। এই ভরা পেটে আবার তিন কোশ পাড়ি দেওয়া আমা হ'তে হবে না। ও দা ঠাকুর! রাতটুক্ কাটাবার মতন একটা আস্তানা মিলবে?

কার্ত্তিক। তার অভাব কি? বড় ঘরটা খালি রয়েছে। কিন্তু আরও কিছু ছাড়তে হবে তার জন্যে দিতে।

২য় অন্ধ। তার জন্যে ভাবনা নেই। ট্যাক্ আজ আমাদের ভর্ত্তি। তুমি ব্যবস্থা করে দাও।

কার্ত্তিক। ফক্‌রে—দোতালার বড় ঘরে বুড়ো কর্ত্তাদের নিয়ে যা। দেখিস—যেন ওনাদের কষ্ট না হয়।

(একজন বয় বুড়াদের হাত ধরিয়া লইয়া গেল)

বাবুল। ম্যানেজার বাবু! আমার বাড়ী সাঁতরাগাছি। কাল সকালের ট্রেণ ছাড়া ত আর গাড়ী নেই। আমারও রাতটা কাটাবার জন্যে একটা ছোট ঘর হলে ভাল হয়।

কার্ত্তিক। বেশ ভাল ঘর খালি আছে। মান্‌কে—দোতালার দু নম্বরে নিয়ে যা।

[আর একজন বয় বাবুলকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিল।]

বন্ধ কর্ রে। রাত হল।

ধীরে ধীরে রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল।

বিরাম—২ মিনিট।

যবনিকা উঠিল এবং রঙ্গমঞ্চ পুনরায় আলোকিত হইল। পরদিন প্রভাত।

[কার্ত্তিক দা স্বস্থানে বসিয়া হিসাব প্রস্তুত করিতেছেন।]

কার্ত্তিক। ফক্‌রে, ফক্‌রে!

(একজন বয়ের প্রবেশ)

বয়। আজ্ঞেঁ।

কার্ত্তিক। এই বিলটা নিয়ে ওপরে কানাদের ঘরে যা। ওদের উঠিয়ে দিয়ে ঘর খালি করে দিতে বল্। বিলের হিসেবটা ওদের বুঝিয়ে দিবি। রাত্তিরের খানাপিনা আর শোবার ঘরের জন্যে একুনে সাড়ে সাত টাকা। হাফ—চার্জ্জ। বুঝেছিস্?

বয়। আজ্ঞেঁ হ্যাঁ।

[বিল লইয়া বয়ের প্রস্থান।
বাবুলের প্রবেশ।]

বাবুল। Good Morning. এক কাপ চা দিতে বলুন।

কার্ত্তিক। আসুন! ক্যাবলা—এক কাপ চা এখানে। রাত্তিরে ঘুম হয়েছিল আপনার ?

বাবুল। চমৎকার! একঘুমে রাত কাবার। আপনার হোটেলটি বেশ। ঘর খানিও চমৎকার। বড় ভাল লেগেছে আমার।

কার্ত্তিক। (মহা খুসী হইয়া) হেঁ হেঁ! আপনাদের ভাল লাগলেই সব সার্থক।

[বয় চা আনিয়া দিল।]

বাবুল। (চা খাইতে খাইতে) এবার বেরোবার উয্যুগ করতে হয়। আমার বিলটা করে ফেলুন।

কার্ত্তিক। আপনার বিল রেডি। এই নিন্।

বাবুল। (বিল দেখিয়া) বাঃ! রাত্তিরের খাওয়া আর একটা সিঙ্গেল সীটের চমৎকার ঘরে শোওয়া—সব নিয়ে মাত্র আড়াই টাকা! আপনার রেট ও ত বেশ সস্তা। আমি আমার সব বন্ধুদের বলে দেব আপনার এখানে পিক্‌নিক্ করতে আসবার জন্যে।

(লাঠি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে তিন অন্ধের প্রবেশ।)

কার্ত্তিক। এসো, এসো কত্তারা। রাত্তিরে ভাল ঘুম হয়েছিল ত ভাই ? খাবারগুলো পছন্দ হয়েছিল ?

১ম অন্ধ। হেঁ হেঁ! নিখুঁত, দাদা, নিখুঁত। এমন আহার অনেক দিন হয়নি। এদিকেও এক ঘুমে রাত কাবার।

কার্ত্তিক। বেশ, ভাই, বেশ! তাহলে বিলের টাকাটা এবার ফেলে দিয়ে ফের নিজেদের ধান্ধায় বেরোও। কালকের খাওয়া দাওয়া আর রাত্তিরে থাকবার জন্যে একুনে সাড়ে সাত টাকা চার্জ্জ

করেছি। নাম মাত্তর চার্জ্জ কোরে তোমাদের একটু ভাল কোরে খাওয়াতে পাল্লে বড় আনন্দ পাই ভাই। আহা—অন্ধ নাচার তোমরা। কেমন খুসী হয়েছ ত ?

১ম অন্ধ। তা আর বলতে ! তোমার এইগুণেই আমরা মজে আছি দাঠাকুর। দাও হে স্যাঙ্গাৎ, নোটখানা বের করে দাও। দশ টাকার নোট দাদা—সেই রাজা বাবু কাল আমাদের খয়রাৎ কল্লেন। তোমার টাকাটা কেটে নিয়ে বাকি ফেরতা টা আমাদের দিয়ে দাও।

[কার্ত্তিকদা নোটটা লইবার জন্য হাত বাড়াইলেন, কিন্তু তিনজন অন্ধই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাবুল চায়ের কাপের আড়ালে মুখ লুকাইয়া হাসিতে লাগিল।]

কার্ত্তিক। (অনেক্ষণ অপেক্ষা করিয়া) কই হে ? নোট কই ? কতক্ষণ অপেক্ষা করবো ?

[অন্ধেরা এবার পরস্পর গা ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল।]

কার্ত্তিক। ব্যাপার কী হে ? নোট কই তোমাদের ? বার কর ?

১ম অন্ধ। আরে কী কচ্ছিস্ তোরা দুটোয় ? নোট বের কর।

২য় ও ৩য় অন্ধ। আরে আমাদের কাছে নোট কোথা। আরে তুই তো রেখেছিস, দে বের কোরে।

৩ জন একত্রে। দে—দে বের্ কোরে।
ঠকামির জায়গা পাস্ নি ?
বের্ কর্ জলদি, জোচ্চোর।

[কোলাহল ও আরও জোরে ঠেলাঠেলি সুরু হইল।]

কার্ত্তিক। (উগ্রস্বরে) আমার সঙ্গে মস্করা হচ্ছে নাকি ? ওসব চালাকি খাটবে না। কই তোমাদের নোট ?

৩ অন্ধ একত্রে। ওরে বেটা জোচ্চোর—
তবে রে ছুঁচো হারামজাদা—
মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব—

[বুড়োরা গলা ছাড়িয়া গালাগালি করিতে ও আস্ফালন করিতে লাগিল। বাবুল হাসিতে হাসিতে টেবিলে মাথা ঠুকিতে লাগিল।]

কার্ত্তিক। (মহা ক্রোধে) তবে রে বুড়ো কুত্তার দল। তামাসা করবার আর জায়গা পাওনি? বার কর তোদের নোট্, নইলে হাড় গুঁড়ো কবে দেব।

৩ অন্ধ একত্রে। তুই নিয়েছিস্।
তুই রেখেছিস্।
তুই ঠকাচ্ছিস্।

[বুড়োরা পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া মারামারি সুরু করিয়া দিল।]

কার্ত্তিক। তবে রে হারামজাদা—জোচ্চোরের দল! বার কর নোট।

[কার্ত্তিকদা ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া অন্ধদের এলো পাতাড়ি প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাণ্ডব সুরু হইয়া গেল। বৃদ্ধেরা ঝটাপটি করিতে লাগিল। চেয়ার ও তক্তপোষের উপরকার দ্রব্যাদি ছিটকাইয়া পড়িল। দোয়াত উলটাইয়া খাতাপত্র, চাদর ও সকলের গা মসীলিপ্ত হইয়া গেল]

কার্ত্তিক। ক্যাবলা, মানকে, হরে—নিয়ে আয়—লাঠি নিয়ে আয়। বেটাদের জুচ্চুরি বার করছি।

[বয়েরা লাঠি লইয়া ছুটিয়া আসিল। ব্যাপার সঙ্গীন দেখিয়া বাবুল তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল ও দৌড়াইয়া গিয়া কার্ত্তিকদার হাত ধরিল।]

বাবুল। কী কচ্ছেন মশাই? খুনোখুনি করবেন নাকি? এই অন্ধ বুড়োদের এমনি কোরে মারছেন? ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

[কার্ত্তিকদা অপ্রস্তুত হইয়া স্থির হইলেন। অন্ধেরাও গা ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও ভয়ে কাঁপিতে লাগিল]

কার্ত্তিক। আমার দোষ কী বলুন? এই বুড়োরা কাল রাত্তিরে এখানে আসতেই ওদের পয়সা কড়ির খবর নিই—ওরা বলে ওদের হাতে বেশ দুপয়সা আছে। বড় রকম অর্ডার দেয়। কী রকম খেয়েছে—আপনি নিজেই ত দেখেছেন। সবচেয়ে বড় ঘরটায় রাত কাটিয়েছে। এখন যৎসামান্য বিলের টাকা দিতে গিয়ে আমার সঙ্গে মস্করা আরম্ভ করে দিলে। দাঁড়িয়ে দেখলেন ত সব।

বাবুল। ঢের হয়েছে। অন্ধ আতুরের ওপর অত বীরত্ব প্রকাশ কোরে আর কাজ নেই। আহা! বেচারীরা এখন ও কাঁপ্ছে। নিশ্চয়ই সেই নোট খানা ওরা হারিয়ে ফেলেছে, অন্ধ বলে টের পায় নি। ওদের দেখলে ত মনে হয় না যে ওরা ইচ্ছে করে আপনাকে ঠকাচ্ছে। আপনারা দেখ্ছি একেবারে অমানুষ! ছিঃ ছিঃ! কত বিল হয়েছে এদের?

কার্ত্তিক। আমি এদের নাম মাত্তর চার্জ্জ করি মশাই। সব শুদ্ধ সাড়ে সাত টাকা।

বাবুল। (তাচ্ছিল্যের সহিত শীষ দিয়া) এঃ—এই! এই সামান্য কটা টাকার জন্যে কানা অন্ধকে এমনি করে মার! এ যেন দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার করে তুললেন আপনারা। আপনাদের গায়ে মশাই মানুষের চামড়া নেই—তা যাই বলুন। যাক্ গে। এদের বিল হল সাড়ে সাত, আর আমার আড়াই। Totalএ হল দশ টাকা। ছেড়ে দিন এদের। সব টাকা আমি দিচ্ছি। দিন বিলগুলো সব আমার কাছে। (বিল দুইটা লইয়া) যাও বুড়ো কত্তারা—ভয় নেই। তোমাদের টাকা আমি দিয়ে দিচ্ছি।

(অন্ধ তিনজনের ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন)

কার্ত্তিক। (আশ্চর্য্য হইয়া) বাঃ! অল্পবয়সে গরীবদের ওপর আপনার কি দয়া মশাই! এ যে অবাক কল্লেন! নিশ্চয় আপনি বড় ঘরের ছেলে। নইলে এমন দিলদরিয়া মেজাজ হয়?

বাবুল। থাক্ থাক্। আর গুণ গেয়ে কাজ নেই। যে গুণপনা দেখালেন! এবার আমাকে বেরুতে হবে। জিনিসপত্র গুলো গুছিয়ে নিয়ে আসি। (অদূরে ঢাক ঢোল বাজিয়ে উঠিল) ও কী? বাজনা কিসের? কাছাকাছি পূজো বাড়ী আছে নাকি?

কার্ত্তিক। আমাদের এখানকার শ্মশান কালী। বড় জাগ্রত দেবতা মশাই। অনেক দুব থেকে যাত্রী আসে। কারুর মানত আছে বোধ হয়—তাই পূজো হচ্ছে।

বাবুল। (উদ্দেশে হাত যোড় কবিয়া) জয় মা!

(প্রস্থান)

কাৰ্ত্তিক। আহা! এই বয়সে যেমন গরীবদের ওপর দয়া, তেমনি দেবদ্বিজে ভক্তি! সাবাস! আমায় খুব অপ্রস্তুত করেছে।

(হ্যাণ্ড ব্যাগ লইযা বাবুলের পুঃ প্রবেশ)

বাবুল। উঃ! দেখ্তে দেখ্তে বেলা বেড়ে গেল। এবার না বেরুলে ট্রেণ ফেল করবো। নিন্ মশাই আপনার বিলের টাকা।

[হ্যাণ্ড ব্যাগটা তক্তপোষের উপর রাখিয়া পকেট হাতড়াইতে লাগিল। মুখ অন্ধকার করিযা বলিল—]

সর্ব্বনাশ! আমার মনি ব্যাগ?

কার্ত্তিক। (চমকাইয়া উঠিয়া) য়্যাঁ! কোথায় রেখেছিলেন?

বাবুল। ভেতরের জামার পকেটে। আবার কোথায় রাখব?

[পকেট গুলা ফের উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। কার্ত্তিক দা হতভম্ব হইয়া চাহিয়া রহিলেন।]

তাইতো, পকেটে নেই তো। হ্যাণ্ড ব্যাগে পুরে ফেল্লুম নাকি ?

(ব্যাগ খুলিয়া ভিতরে খুঁজিতে লাগিল)

সর্ব্বনাশ করলে দেখছি।

[পুনরায় জামার পকেট হাতড়াইতে হাতড়াইতে ও ভিতরের পকেট উল্টাইয়া দেখাইতে দেখাইতে—]

এই রে, সেরেছে ! এযে পকেট মেরেছে দেখি। এই দেখুন। ভেতরের পকেট কাটা।

(পকেট উল্টাইযা কাটা দেখাইল)

ষ্টেসন থেকে বেরোবার সময় গেটে ভিড় ছিল, সেইখানে এই কাণ্ড করেছে। এখন উপায় ? আপনাকেই বা কোত্থেকে দিই— আর বাড়ীই বা যাই কী করে ? এখানে জানাশোনা কেউ নেই ত।

[কার্ত্তিক দা হতভম্ব হইয়া চুপ করিয়াই রহিলেন। বাহিরে পুনরায় ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠিল।]

এযে বড় ফ্যাসাদ হল। দাঁড়ান !—দাঁড়ান ! এখানে মন্দির আছে বল্লেন না ! আমাদের গুরুঠাকুর শুনেছিলাম এখানকার কোন মন্দিরের পূজারী। আচ্ছা—এই মন্দিরের পুরুত ঠাকুরের নামটি কী জানেন ?

কার্ত্তিক। ওঁর নাম শুনেছি শ্রীযুক্ত মহিম ভটচাজ। ভাট পাড়ায় বাড়ী। আমার সঙ্গে আলাপ নেই।

বাবুল। (লাফাইয়া উঠিয়া) য়্যাঁ ! ভাটপাড়ার মহিম ভটচার্য্যি মশাই ? আরে উনিই যে আমাদের গুরুঠাকুর। আগে বলতে হয় ! জয় মা ! অকূলে কূল দিলে। চলুন—চলুন শিগ্‌গির। ওঁর কাছ থেকে কর্জ্জ নিই। বাড়ী পৌঁছেই মনিঅর্ডার কোরে পাঠিয়ে দেব।

[কার্ত্তিক দাকে টানিতে টানিতে বেগে প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

কালী মন্দিরের প্রাঙ্গন।

—:*:—

যাত্রী ও কয়েকজন পূজার্থী কলরব করিতেছে। পুরোহিত মহিম ভট্টাচার্য্য কয়েক জনের সহিত কথোপকথন করিতেছেন।

[বাবুল কাত্তিকদার হাত ধরিয়া উপস্থিত হইল]

বাবুল। ওই যে—ওই যে আমাদের গুরুঠাকুর। উঃ! বিপদটা কাটল এবার। মার দয়া—বুঝলেন মশাই—মার দয়া। আপনি দাঁড়ান এখানে। আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলে আসি।

[কার্ত্তিক দা দাঁড়াইয়া রহিলেন। বাবুল ভট্টাচার্য্যের দিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহার সামনে উপস্থিত হইল ও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তাঁর পদধূলি লইল।]

বাবুল। প্রাতঃ প্রণাম ঠাকুর মশাই।

মহিম। কল্যাণ হক! কল্যাণ হক! কে তুমি বাবা?

বাবুল। আজ্ঞেঁ আমি এখানে থাকিনা। আমার বাড়ী সাঁতরা-গাছি। মাসীর বাড়ী এসেছিলাম। মুচ্‌কুন্দপুরের শ্রীনাথ উকিল আমার মেসোমশাই।

মহিম। বেশ! বেশ! দেবী দর্শন করেছ বাবা? তোমার দেবতা ব্রাহ্মণের উপর বেশ ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখছি। বেঁচে থাক। তা এতো সকালে কী কোরে এখানে এলে? মুচকুন্দপুর তো এখান থেকে অনেক দূর।

বাবুল। আজ্ঞে রাতের গাড়ীতে ষ্টেসনে আসি। তখন আর কোন গাড়ী বা রিক্‌স না পেয়ে ওই দাদাঠাকুরের হোটেলে রাতটা কাটিয়েছি। শুনলাম মা বড় জাগ্রত, তাই দর্শন করতে এলুম।

মহিম। বেশ! বেশ! মা তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।

বাবুল। আজ্ঞে একটু নিবেদন ছিল।

মহিম। বল বাবা, বল।

বাবুল। আজ্ঞে ওই যে ভদ্রলোকটি ওখানে একপাশে দাঁড়িয়ে আছেন (হাত তুলিয়া কর্ত্তিকদাকে দেখাইয়া দিল) উনিই হোটেলের মালিক কার্ত্তিক বাবু। রাতে ওঁকে নিয়ে এক বিপর্য্যয় ব্যাপার ঘটে গেছে। সমস্ত রাত জেগে কাটাতে হয়েছে। এখন ওঁর জন্যেই আপনার কাছে এলাম।

মহিম। বটে ? কী হয়েছিল বাবা ?

বাবুল। রাত্তিরে খেয়েদেয়ে শুয়েছি, একটু ঘুম এসে গেছে, হঠাৎ বিকট চীৎকারে ধড়মড় কোরে উঠে পড়লুম। তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দেখি কার্ত্তিক দা উচ্চণ্ড পাগলের মতন চীৎকার ছেড়ে লাফালাফি কচ্ছেন। হোটেলের চাকর-বাকরদের নিয়ে কোন রকমে ওঁকে কায়দা কোরে বিছানায় ফেল্লুম ও মাথায় জলটল দিয়ে একটু ঠাণ্ডা করলুম। শেষ রাত্তিরে উনি ঘুমিয়ে পড়লেন। সকালে উঠেই কিন্তু আবার মাথায় যন্ত্রনা হচ্ছে বলছেন আর মাঝে মাঝে দাঁত কিড়মিড় কচ্ছেন। আবার যদি পাগলামীর ঝোঁক চাপে এই ভয়ে ওঁকে অনেক কোরে ভুলিয়ে মন্দিরে নিয়ে এসেছি। আপনি একটু শান্তি সস্ত্যেন কোরে ওঁর মাথায় শান্তিজল ছিটিয়ে দিন। মায়ের কৃপায় উনি আরাম হয়ে যাবেন।

মহিম। অবশ্যই করবো। খুব ভাল কাজ করেছ তুমি। মায়ের কৃপায় মঙ্গল হবে, বিপদ আপদ থাকবে না, রোগ বালাই কেটে যাবে। একটু অপেক্ষা কর বাবা, মায়ের ভোগ আরতি শেষ করে নিই।

বাবুল। আঁজ্ঞে আপনি ওঁকে একটু অভয় দিন।

মহিম। ভাল! (কার্ত্তিকদাকে উদ্দেশ করিয়া উচ্চৈস্বরে) তোমার কথা সব শুনলাম বাবা। কিছু ভেবোনা। সব ঠিক হয়ে যাবে। একটু অপেক্ষা কর। ভোগ আরতি সেরে নিই।

(মন্দিরের ভিতর প্রস্থান)

বাবুল। (কার্ত্তিকদার নিকট ফিরিয়া আসিয়া) নিন্—সব ঠিক করে এলুম। ওঁর নিজের মুখে শুনলেন ত? পণ্ডিত মশাই এখনি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। আমি তাহলে আর দেরি করব না, ট্রেন ফেল হয়ে যাব। আসি তবে, কী বলেন?

কার্ত্তিক। আচ্ছা, আপনি তবে আসুন। আপনাকে আর আটকাবোনা। নমস্কার।

বাবুল! "টা টা"। বাড়ী পৌঁছেই চিঠি লিখব।

[প্রস্থান)

কার্ত্তিক। আহা। বড় পরোপকারী ছেলে! ওর খুব ভাল হবে।

[আরতির ঘণ্টা ও ঢাক ঢোল বাজিবা উঠিল। সকলে প্রণাম করিল। বাদ্য থামিয়া গেলেই মহিম পুনঃ প্রবেশ করিলেন।]

মহিম। (পূজার্থীদের উদ্দেশ করিয়া) তোমাদের মানত পূজা সুসম্পন্ন হল বাবা। তোমরা আর একটু অপেক্ষা কর। সামনে ওই ভদ্র লোকটি দাঁড়িয়ে আছেন দেখছ? উনি অসুস্থ। (মাথায় টোকা মারিয়া ইঙ্গিত করিলেন)। ওঁর নিরাময়ের জন্যে মাথায় একটু শান্তি জল দিতে হবে। তোমাদের একটু সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে। (কার্ত্তিকদাকে উদ্দেশ করিয়া) এস বাবা, এগিয়ে এস। (কার্ত্তিকদা ধীরে ধীরে নিকটে আসিলেন) বোস, বোস এখানে হাঁটু মুড়ে। মায়ের চরণামৃত মাথায় দেব। বোস। (কার্ত্তিক দা বেশ অবাক হইয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন)। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি। (মাথায় জল ছিটাইয়া দিলেন) এবার নিয়ে এসো ত পূর্ণ কুম্ভটা।

কার্ত্তিক। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) দয়া কোরে টাকা কটা এবার দিয়ে

-জেন ভট্‌চায্যি মশাই। অনেকক্ষণ হোটেল থেকে এসেছি—না জানি কী হচ্ছে এতক্ষণ সেখানে।

মহিম। (শশব্যস্তে) আরে রোস, রোস। ধর, ধর তোমরা—জোর করে বসাও ওকে।

[তিন চার জন লোক জোর করিয়া কার্ত্তিকদাকে ধরিয়া বসাইয়া দিল। কার্ত্তিক দা উঠিবার জন্ত ছটপট করিতে লাগিলেন। লোকেরা আর ও জোরে তাঁহাকে চাপিয়া ধরিল।]

মহিম। ঢাল ঢাল পূর্ণ কুম্ভের জল মাথায়। বাই চাগাড় দিয়েছে—বাই চাগাড় দিয়েছে।

[একজন লোক এক কলসী জল কার্ত্তিকদার মাথায় ঢালিয়া দিল। তিনি জোর করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ও চেঁচাইতে লাগিলেন]

কার্ত্তিক দা। ওরে ছাড়—ছাড়—পুলিশ পুলিশ। খুন করলে—মেরে ফেল্লে।

মহিম। বাই এখন ও নামেনি। ঢাল্—ঘড়া ঘড়া জল ঢাল্।

[কতকগুলি লোক জোর করিয়া তাঁহাকে চাপিয়া ধরিল ও অপর কতকগুলি লোক ঘড়া ঘড়া জল তাঁহার মাথায় ঢালিতে লাগিল। ভীষণ গোলমাল ও ঠেলাঠেলি হইতে লাগিল। তিন ঘড়া জল ঢালার পর ক্লান্ত হইয়া কার্ত্তিক দা চুপ করিলেন ও নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিলেন]

মহিম। থাম। আর দরকার নেই। বাই নেমে গেছে। দেখ—দেখ তোমরা, মায়ের কৃপা দেখ।

সকলে। জয় মা! জয় মা!!

[সকলে সরিয়া দাঁড়াইল। কার্ত্তিক দা উঠিলেন। ধুতি দিয়া গা মাথা মুছিতে মুছিতে—]

কার্ত্তিক দা। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। চিরকাল খদ্দের ঠকিয়ে হোটেল চালিয়েছি। যত বাসি মাল পাচার করেছি। শেষে বুড়ো অন্ধদের ঘোরে গোবেড়েন দিলাম। মা তাই বালক বেশে এসে শিক্ষা দিয়ে গেলেন। ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। আর নয়। মাফ কর মা—মাফ কর।

(সাষ্টাঙ্গে প্রণাম)

যবনিকা